NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও — অবৈধর বৈধকরণ

অভিনেতা ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর শিল্পজীবন ৮

কলকাতা ৭ মার্চ ২০২৫ ২২ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.3.2025, Vol.18, Issue No. 265 8 Pages, Price 3.00

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি!

■ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির নাম সুপারিশ করেছে কলেজিয়াম। বর্তমান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। এমনকি, ২০৩১ সালে অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির তালিকায় রয়েছেন বিচারপতি বাগচি।

আরও দুই ভারতীয়ের ফাঁসি

■ আরও দুই ভারতীয় নাগরিকের ফাঁসি হল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। মৃতদের নাম মুহাম্মদ রিনাশ অরঙ্গিলোত্তু এবং মুরলীধরণ পেরামতত্ত ভেলাপ্পিল। উভয়ের বাড়ি কেরলে। দু'টি পৃথক খুনের মামলায় তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আদালত। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁদের ফাঁসির কথা সরকারি ভাবে ভারতীয় দূতাবাসকে জানিয়েছে সে দেশের প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এ কথা জানানো হয়। বস্তুত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারিই উত্তরপ্রদেশের শাহজাদি খানের ফাঁসির কথাও দূতাবাসকে জানিয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সরকার।

হালতু কাণ্ডের ছায়া বোলপুরে

■ হালতু কাণ্ডের ছায়া বোলপুরে। ঋণের বোঝা টানতে না পেরে অপমানে আত্মঘাতী দম্পতি। নদীর ধার থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় দু'জনেরই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের বোলপুরের লাভপুরে।

ভারত-বাংলাদেশের বৈঠক

■ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৮৬তম বৈঠক বসেছে কলকাতায়। বৃহস্পতিবার বৈঠকের প্রথম দিনে দু-দেশের মধ্যে বয়ে চলা বিভিন্ন নদীর জলের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে। কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে বাংলাদেশ থেকে আসা ১১ সদস্যের প্রতিনিধি দলের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। গঙ্গা-পদ্মা-সহ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে দুদেশের মধ্যে বিভিন্ন নদীর জল বণ্টন নিয়ে আলোচনা করতে একটি কারিগরী কমিটি গঠিত হয়েছে। সেখানে দুই দেশের প্রতিনিধিরাই রয়েছেন। এই কারিগরী কমিটি আগামীকাল নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসবেন। সেখানেই জল বণ্টন ইস্যুতে নিজেদের সুপারিশ তৈরি করে নিজেদের দেশের সরকারের কাছে জমা দেবেন। কমিটির সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই আগামী তিনমাসের মধ্যে গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে বলে জানা গিয়েছে।

২১ বছর বয়স হলেই আমেরিকা ছাড়তে হবে

■ বহু ভারতীয় এইচ-৪ ভিসা নিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে নাবালক বয়সে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁদের অভিভাবকেরা গিয়েছিলেন এইচ১-বি ভিসায়। এইচ-৪ ভিসায় আমেরিকায় বসবাসকারী যে ভারতীয়দের বয়স এখন ২১ বছর হয়েছে বা হতে চলেছে, তাঁরাই বিপাকে পড়েছেন। আমেরিকার নতুন ভিসা নীতির কারণে তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যে কোনও সময়ে সে দেশ ছাড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কায় ভুগছেন তাঁরা। এর আগে এইচ-৪ ভিসায় আমেরিকায় বসবাসকারীরা ২১ বছরে পা দেওয়ার পরেও হাতে দু'বছর সময় পেতেন। সেই দু'বছরে নতুন ভিসার আবেদন করে তা পেতে পারতেন। চাকরির চেষ্টাও করতে পারেন। নতুন অভিবাসন নীতির কারণে এখন সেই সুযোগ সঙ্কুচিত হতে চলেছে।

ভোটার কার্ডেও এবার চাই 'ইউনিক আইডি', কমিশনে দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি ইন্ডোরের মহাসমাবেশ থেকে গত বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, বিজেপি 'ভূতুড়ে ভোটার' ঢুকিয়ে বাংলা দখলের পরিকল্পনা নিয়েছে। ভোটার তালিকার 'ভূত' ধরতে গোটা সংগঠনকে ময়দানে নামতেও বলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। তার এক সপ্তাহ পরে বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে বৈঠকশেষে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে ভোটার কার্ডে 'ইউনিক আইডি' চালুর দাবি জানিয়ে এল শাসকদল। রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে তৃণমূলের ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনে স্মারকলিপি দিয়ে বেরিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'বাংলার ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা করছে

বিজেপি। একই এপিক নম্বরে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার কার্ড থাকা চলবে না। আধার কার্ড, পাসপোর্টে যেমন থাকে তেমন ভাবে ভোটার কার্ডেও ইউনিক আইডি চালু করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার কমিশন থেকে বেরিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'অনলাইনে যাঁরা নাম তুলছেন, তাঁদের বিষয়ে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করতে হবে। ভিনরাজ্যের কেউ যেন বাংলায় এসে ভোট না দিতে পারেন, তা-ও কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে।'

তৃণমূলের অভিযোগ, আগে ভোটার কার্ডে বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ থাকত। কিন্তু নতুন প্রক্রিয়ায় তা থাকছে না। এতেই চক্রান্ত রয়েছে বলে মনে করছে বাংলার শাসকদল। মমতা অভিযোগ তোলার পরে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বলেছিল, একই এপিক নম্বর নতুন কথা নয়। কিন্তু সেই নম্বর কখনওই একই রাজ্যে নয়। ফলে গোলমাল হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। পাল্টা তৃণমূলের চন্দ্রিমা বলেন, 'ও সব কথার কোনও মানে নেই। কমিশনের ২৮ নম্বর রুলে যা রয়েছে, তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। আমরা বলেছি কমিশনকে আইন মেনে যা করার করতে হবে।' তৃণমূল নেতৃত্বের সাফ কথা, বিভিন্নভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করতে না পারায় এটা নয়া চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ঢুকিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এই অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষরাই ভোট দেবে। উস্কানিমূলক কথা বলে ভোট ভন্ডুল করার চেষ্টা করছে বিজেপি।'

ভোটার তালিকার 'ভূত' তাড়াতে ১৫ মার্চ ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার 'ভূত' তাড়াতে গত বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরের তৃণমূলের মহাসমাবেশ থেকে বড় একটি কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সেই কমিটি প্রথম বৈঠকে বসেছিল। কিন্তু তৃণমূল ভবনের সেই বৈঠকে গরহাজির রইলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতার গঠিত কমিটিতে প্রথম নাম ছিল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর। দ্বিতীয় নামটিই ছিল অভিষেকের। কিন্তু অভিষেক কমিটির প্রথম বৈঠকে রইলেন না। তবে এই বিষয়টিকে বড় করে দেখতে বা দেখাতে চাইছেন না তৃণমূলের অনেকে। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের বক্তব্য, বৃহস্পতিবারের বৈঠকেই বলা হয়েছে, আগামী ১৫ মার্চ বিকাল ৪টের সময়ে দলের সর্ব স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হবেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেখানে রাজ্য কমিটির সমস্ত সদস্য, সমস্ত জেলা সভাপতি এবং শাখা সংগঠনের নেতৃত্বকে যুক্ত হতে বলা হয়েছে।

বুধবার অভিষেক তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত মহেশতলায় গিয়েছিলেন 'সেবাশ্রয়' শিবিরে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতাতেই রয়েছেন। ডায়মন্ড হারবারের অভিষেক-ঘনিষ্ঠ এক নেতার বক্তব্য, 'সেবাশ্রয়ের শেষ পর্বের কাজ নিয়ে সাংসদ ব্যস্ত রয়েছেন। হয়তো সে কারণেই যেতে পারেননি।'

বৃহস্পতিবার মমতার গড়ে দেওয়া কমিটির প্রথম বৈঠকে হাজির তৃণমূলের এক নেতা 'তাৎপর্যপূর্ণ' মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'সাংগঠনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পাল্টা বিকেন্দ্রীকরণের মডেল দেখা যাচ্ছে।' সূত্রের খবর, প্রথম বৈঠকে ভোটার তালিকার কাজ এক একটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করে নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সভাপতি বক্সী নিজে দেখবেন দক্ষিণ কলকাতার কাজ। অভিষেককে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর ঠিক হয়, তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে স্মারকলিপি দেবে।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের উপর হামলার চেষ্টা লন্ডনে

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: ব্রিটেন সফরে গিয়ে হামলার মুখে পড়লেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। লন্ডনের চ্যাথাম হাউসের সামনে হামলাকারীরা তাঁর গাড়ির কাছে চলে যান বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে ছেঁড়া হয় ভারতের জাতীয় পতাকা।

সংবাদ সংস্থা এএনআই জানাচ্ছে, বিদেশমন্ত্রীর উপর ওই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন খলিস্তানপন্থীরা। বুধবার রাতে চ্যাথাম হাউসে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন জয়শঙ্কর। খলিস্তানপন্থীরা পতাকা নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন অদূরে রাস্তার উপর। পুলিশের সামনেই ভারত-বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন তাঁরা।

জয়শঙ্কর কর্মসূচি শেষে বেরোনোর সময় বিক্ষোভকারীদের জটলা থেকে এক ব্যক্তি হঠাৎই ছুটে তাঁর গাড়ির সামনে পৌঁছে যান। এর পর কনভয়ের সামনেই ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলেন। এ সময় আরও কয়েক জন খলিস্তানপন্থী বিদেশমন্ত্রীর কনভয়ের কাছে এসে স্লোগান দিতে শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও কিছু ক্ষণ পরে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা বিদেশমন্ত্রীর ব্রিটেন সফরের সময় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ফুটেজ দেখেছি। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির এমন কাজ নিন্দনীয়।'

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, জয়শঙ্করের মতো ভিভিআইপির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক গাফিলতি স্পষ্ট হয়েছে এই ঘটনায়। এই হামলার নেপথ্যে খলিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে) রয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। অতীতে এই সংগঠনের সদস্যেরা ব্রিটেনে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামীর উপর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় আলবার্ট ড্রাইভের গুরুদ্বারে হামলা চালিয়েছিল। লন্ডনের ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন হামলার চেষ্টারও অভিযোগ রয়েছে এসএফজের বিরুদ্ধে।

ব্রিটেন সফরে গিয়ে বুধবার সে দেশের প্রধানমন্ত্রী কিয়র স্টার্মারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। আলোচনা হয় দু'দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, জনগণের মধ্যে আদান-প্রদান বৃদ্ধি থেকে শুরু করে ইউক্রেনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে। বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছাড়াও বৈঠকে ছিলেন সে দেশের বিদেশসচিব ডেভিড ল্যামি এবং অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতা।

তীব্র নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: লন্ডনের পথে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের উপর হামলার চেষ্টা করে খলিস্তানিরা। পুলিশের সামনেই ছিঁড়ে ফেলা হয় ভারতের পতাকা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। 'নিরাপত্তায় গাফিলতি'র কথা উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। পাশাপাশি ব্রিটেনকে দ্রুত এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে ভারত।

বিক্ষোভের নিন্দা জানাল ব্রিটেন

লন্ডন, ৬ মার্চ: বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ব্রিটেন। বুধবার রাতে লন্ডনে জয়শঙ্করের গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান খলিস্তানপন্থীরা। বিদেশ মন্ত্রীর কনভয়ের সামনেই ভারতের জাতীয় পতাকা ছেঁড়া হয়। তাঁর গাড়ির সামনে স্লোগান দিতে শুরু করেন খলিস্তানপন্থীরা। ব্রিটেন জানিয়েছে, ওই ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। এই ধরনের ভীতিপ্রদর্শন বা হুমকি দেওয়ার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না বলেও সতর্ক করে ব্রিটেন। ব্রিটেনের বিদেশ, কমনওয়েল্থ এবং উন্নয়ন দপ্তর (এফসিডিও)-এর এক মুখপাত্র বলেন, '(ভারতের) বিদেশমন্ত্রীর ব্রিটেন সফরের মাঝে চ্যাথাম হাউসের বাইরের ঘটনার আমরা কড়া নিন্দা করছি। ব্রিটেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারের পক্ষে। তবে হুমকি দেওয়া বা সরকারি কোনও অনুষ্ঠানকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে। ব্রিটেন সফরে আসা কূটনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বদা বদ্ধপরিকর।'

যাদবপুর কাণ্ডে কোর্টের নির্দেশে ৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

তালিকায় শিক্ষামন্ত্রী, ওমপ্রকাশ মিশ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর পুলিশের। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের। খুনের চেষ্টা,মহিলাকে মারধর, শ্লীলতাহানি, হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু পুলিশের। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ১১৫, ১১৫(২), /৭৪ /৩৫১(৩) /১০৯/ ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটে তার প্রক্ষিতে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়ের তরফে ইমেল মারফত একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। তবে অভিযোগ, পুলিশ এর প্রেক্ষিতে কোনও মামলা রুজু করেনি। এরপর বুধবার একটি মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। সেখানে ছাত্রদের হয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'সাত জনের এফআইআর-এ মিথ্যে দাবি করা হয়েছে। ছাত্রদের কোনও এফআইআর নেওয়াই হয়নি। কিন্তু,যাঁরা ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের এফআইআর নেওয়া হয়েছে।' এরপরই কেন এফআইআর নেওয়া হয়নি তা রাজ্যের কাছে জানতে চান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পরবর্তীতে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগ এফআইআর হিসাবে নিতে হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এরপর বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তাঁর গাড়ির চালক, ওমপ্রকাশ মিশ্র-সহ আরও একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারাতে এফআইআর রুজু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মারধর, শ্লীলতাহানি, হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায় বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশ। পুলিশ প্রশাসনের উচিত সেই দায়িত্ব পালন করা। আর সেটা পালন না করাই অগণতান্ত্রিক। তবে কোর্ট বুঝিয়ে দিল একটা অংশ যদি অগণতান্ত্রিক কাজ করে তবে এখনও কোর্ট রয়েছে যেখানে বিচার পাওয়া যাবে।'

গত ১ মার্চ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। অভিযোগ, ওইদিন সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অশান্তি তৈরির চেষ্টা শুরু করে বাম ছাত্ররা। বেলার দিকে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে থাকা তৃণমূলের শিক্ষাবন্ধু সমিতির অফিসেও ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়। আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির চাকার হাওয়াও খুলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ধাক্কাধাক্কিতে চোট পান খোদ শিক্ষামন্ত্রী। জখম হন যাদবপুরের দুই ছাত্র। অভিযোগ ওঠে, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির চাকায় আহত হন ইন্দ্রানুজ। পরবর্তীতে ওই ছাত্র যাদবপুর থানার দ্বারস্থ হলেও পুলিশ অভিযোগ নেয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। এরপরই বুধবার পুলিশকে ভর্ৎসনা করে কলকাতা হাইকোর্ট। ইন্দ্রানুজ রায়ের বিরুদ্ধে কেন এফআইআর দায়ের করা হল না, সেই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি।

বুধবারই বিচারপতি বলেছিলেন, 'যাদবপুরের ঘটনায় পুলিশ একপেশে তদন্ত করেছে। অথচ রাজ্যের উচিত ছিল অভিভাবকের মতো আচরণ করা।' হাইকোর্টের ভর্ৎসনার পরই যাদবপুর কাণ্ডে দায়ের হল এফআইআর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

দেবভূমে মোদি...

বৃহস্পতিবার দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে মুখবা দেবী মন্দিরে গিয়ে গঙ্গা আরতি করেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি জানান, হরশিল-মুখবার মতো পবিত্রস্থানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৫৬ নং এফিডেভিট বলে Koushik Banerjee S/o. Bhabani Prasad Banerjee ও Kaushik Banerjee S/o. B. P. Banerjee সাং ব্রাহ্মনপাড়া, ১০১ ক্ষীরকুন্ডি, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭৩ নং এফিডেভিট বলে Ranjan Kumar Dutta S/o. Sunil Kumar Dutta ও Ranjan Dutta S/o. S. K. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Asit Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lakshmi Narayan Ghosh ও L. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Jayanta Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nikunj Bihari Biswas ও N. Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rup Kumar Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Ghosh ও G. C. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Raju Mandal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Ab Gani Mandal ও A. Gani উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Chinmoy Paul (old name) S/o. Gour Hari Paul R/o. Bibirhat, Charak Tala, Stadium Gali, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Chinmoy Kumar Paul (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Chinmoy Paul & Chinmoy Kumar Paul S/o. Gour Hari Paul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Soumyajit Paul.

নাম-পদবী

আমি SAGAR GHOSH পিতা- LATE SANAT GHOSH গ্রাম+পোস্ট- বনগ্রাম,থানা-নানুর,জেলা-বীরভূম। ভুলবশত আমার SBI Kiosk Banking Identity Card এ আমার বাবার নাম GUNADHAR GHOSH হওয়ায়, গত-০৭-০২-২০২৫ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে LATE SANAT GHOSH ও LATE GUNADHAR GHOSH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে হলো।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Chinmoy Paul (old name) S/o. Gour Hari Paul R/o. Bibirhat, Charak Tala, Stadium Gali, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Chinmoy Kumar Paul (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Chinmoy Paul & Chinmoy Kumar Paul S/o. Gour Hari Paul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Soumyajit Paul.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Malakar S/O Lt. Lakshmikant Malakar, R/O Balihati, P.S- Kharagpur (L), Dist- Paschim Medinipur declare vide affidavit on 28.07.22. before JM (1st Class) at Midnapore that in my father's L.R. Record Mouza- Jinsar, J.L No 215, kh.no. 270/1 my father's name has been mistakenly recorered as Lakshmikant Bera S/O Jharu. Lakshmikant Malakar S/O Lt. Gopal Malakar & Lakshmikant Bera S/O Jharu is same, one & identical person.

NAME CHANGE

I, JIAD ALI LASKAR S/O Late Naoser Ali Laskar residing at Vill: - Boalia, P.O.- Garia, P.S.- Narendrapur, Dist. South 24 Parganas, Kolkata-700084, West Bengal, hereby declare thatin my Aadhaar & Pan card my father name has been written **"Naoser Ali Laskar"** but in father death Certificate it has been wrongly recorded as "Nausad Ali Laskar" instead **"Naoser Ali Laskar".** So **"Naoser Ali Laskar"** and **"Nausad Ali Laskar"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Alipore, dt. On 03.03.2025.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুদেব ঘোষ পিতা মৃত অমৃত ঘোষ সাং উত্তর বাবলারী,জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৩ নং বাবলারী দেওয়ানগঞ্জ মৌজার এল আর- ৩০৩৩ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৫২০/৯৫২নং দাগের ০৩.৩০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১০/০৩/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৩৮নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- বি/ ১১০৬ S শ্যামফনি বিল্ডিং, কান্দিওয়ালি পশ্চিম জেলা মুম্বাই নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত পিতা মৃত ইন্দ্রমোহন দত্ত এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং -১৬/০৪/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২০৮ নং দলিল দ্বারা হাল সাং-কাষ্টখালী, ভবানীপুর,জেলা পূর্ব মেদনীপুর নিবাসী শেফালী বাগ , স্বামী পলাশ বাগ কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি জলধর ঘোষ পিতা মৃত দুলাল ঘোষ ওরফে দুলাল চন্দ্র ঘোষ, সাং নিতাই নগর বাবলারী,জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর- ১১৯২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১৬৩ নং দাগের ১০.৬৭ শতক ও এল আর ৬৮৮৩ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১৬৩ দাগের ১৪.০৮ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং [illegible]

[illegible]

... পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, এবং পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫ আপনার বিশ্বস্ত,
মেসার্স এস এস লিগাল সার্ভিসেস এর পক্ষে
অ্যাডভোকেট
মেসার্স এস এস লিগাল সার্ভিসেস
রিজেন্ট হাউস, ৪র্থতল
১২, গভ.প্লেস ইস্ট, চেম্বার-২ এবং ৩, কলকাতা : ৭০০০৬৯
ই-মেল : sslegal.kol@gmail.com

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Midnapore, Paschim Medinipur
Probate Case No. 43/2024
Srimatya Debjani Routh..Petitioner

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted case for obtaining **probate of Will** executed by **Buddhadeb Routh** S/O - Late Kedar Nath Routh of Vill-Ghagra. P.O-Hijli Co-Operative, P.S- Kharagpur (Local), Dist- Paschim Medinipur in respect of property described in the schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

SCHEDULE OF PROPERTY

1(a) Dist - Paschim Medinipur, P.S- Kharagpur (Local), Mouza Ghagra, J.L. No. 187, L.R. Khatian No. 101, 102, 103 and 104. Testator's L.R. Khatian No. 132, R.S & L.R. Plot No. 221. Area of Land- 08.50 Dec, (Bastu). **1(b)** Dist- Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), Mouza - Ghagra, J.L. No. 187, L.R. Khatian No. 04, R.S & L.R. Plot No. 215, Area of Land - 02.67 Dec, R.S. & L.R. Plot No. 216. Area of land - 04.00 Dec, Total Area of land - 06.67 Dec (Dahi). **1(c)** Dist - Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), Mouza Ghagra, J.L. No. 187, L.R. Khatian No. 17/4, R.S & L.R. Plot No. 216, Area of Land - 23.00 Dec (Dahi). **2)** Dist- Paschim Medinipur, P.S- Kharagpur, Mouza - Ghagra, J.L. No. 187, Khatian No. 08

Plot No.	Classification	Area
121	Jala	93 Dec
131	Jala	54 Dec
181	Jala	26 Dec
195	Pashi	45 Dec
204	Bastu	06 Dec
217	Udbastu	08 Dec (North Portion)
219	Dahi	45 Dec (East Portion)
47	Pashi	11 Dec
60	Jal	30 Dec
94	Pashi	12 Dec
96	Pashi	08 Dec
99	Jal	42 Dec

Total Area = 42.22 Decs in 1/9th Share of 380 Decs

By Order
Kamrun Nehar (Sherestadar)
District Delegate,Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী বিধান চন্দ্র সিনহা, পিতা- শ্রী ব্যানোয়ারী সিনহা, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২২৩, পক্ষে বিগত ইং- ১৪/১১/২০১৭ তারিখে কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসে IV-276/17 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রীমতি সুমিতা বিশ্বাস, পিতা- শ্রী অমিত বিশ্বাস, সাং- নেউলিয়া, [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Jayanta Kumar Biswas, Advocate

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

আমমোক্তারনামা

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-মির্জাপুর, জে.এল. নং.-৩৬, হাল দাগ ২৮১৩/ ৩৪৫১ অন্তর্গত শুনা জমি ১ আনায় ২০ শতক সম্পত্তি।

হিমাদ্রি চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই মার্চ, ২২শে ফাল্গুন। শুক্র বার , শুক্লা অষ্টমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখ ান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

দেউচা-পাঁচামি ইস্যুতে সরকারকে কড়া আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দেউচা-পাঁচামি প্রকল্প নিয়ে বৃহস্পতিবার তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেছেন, বীরভূম জেলার এই কয়লাখনির এলাকায় আন্দোলনরত আদিবাসীদের দমন করতে সরকার পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করছে।

বিরোধী দলনেতা তার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, স্থানীয় আদিবাসী মা-বোন-ভাইদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনে রাজ্য সরকারের রেজিস্টার্ড গুন্ডা (পুলিশ) বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে, এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, অলিখিতভাবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে, বাইরে থেকে কাউকে এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই আদিবাসীবিরোধী সরকার ও তাদের দলদাস প্রশাসন গণতন্ত্রের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।

তিনি আন্দোলনকারী আদিবাসীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লেখেন, জল-জঙ্গল-জমির অধিকারের এই লড়াইয়ে আমি সর্বদা পাশে আছি। দেউচা-পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই প্রকল্প রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তবে স্থানীয় আদিবাসীরা জমি ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার তাদের মতামতকে উপেক্ষা করে বলপ্রয়োগ করছে। এই পরিস্থিতিতে দেউচা-পাঁচামি ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইডেন গার্ডেন স্টেশনে আয়োজিত হল ইফতার।

মনোচিকিৎসক ডা. মীনু বুধিয়াকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পক্ষ থেকে মনোচিকিৎসক ডা. মীনু বুধিয়াকে সংবর্ধনা জানানো হল মনোচিকিৎসায় তার অসমান্য অবদানের জন্য। এদিন তার হাতে পুরষ্কার তুলে দেন কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার ডমিনিক স্যাভিও। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডা. বুধিয়া নিজের ব্যক্তিগত জীবন সংঘর্ষের ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি কিভাবে নিজের ছোট মেয়ে যে এডিএইচডি, কম বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া-সহ বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত। তবে, এই লড়াইয়ে তিনি হেরে না গিয়ে মনোচিকিৎসা নিয়ে আরো বেশি পড়াশোনা করলেন। তিনি এখন কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্টারন্যাশনাল নামে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা।

জল বণ্টন নিয়ে বৈঠক ভারত-বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৮৬ তম বৈঠক বসেছে কলকাতায়। বৃহস্পতিবার বৈঠকের প্রথম দিনে দু'দেশের মধ্যে বয়ে চলা বিভিন্ন নদীর জলের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে। কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে বাংলাদেশ থেকে আসা ১১ সদস্যের প্রতিনিধি দলের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। গঙ্গা-পদ্মা সহ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলির সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন নদীর জল বণ্টন নিয়ে আলোচনা করতে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হয়েছে। সেখানে দুই দেশের প্রতিনিধিরাই রয়েছেন। এই কমিটি আবারও নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসবেন। সেখানেই জল বণ্টন ইস্যুতে নিজেদের সুপারিশ তৈরি করে নিজেদের দেশের সরকারের কাছে জমা দেবেন। কমিটির সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই আগামী তিনমাসের মধ্যে গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে এই গঙ্গা জলচুক্তি হয় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এইচ ডি দেবেগৌড়া। পশ্চিমবঙ্গে তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ৩০ বছরের এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর। তাই এখন থেকেই এই নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী দুই দেশের বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা যেমন রয়েছেন, তেমন বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সেচ দপ্তরের প্রধান সচিব মণীশ জৈন, থাকছেন অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ সচিব সঞ্জয় কুণ্ডু ও বিপ্লব মুখোপাধ্যায়।

শস্য বীজ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করতে উদ্যোগী কৃষিদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৈল বীজ সহ বিভিন্ন শস্য বীজ উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করতে উদ্যোগী হয়েছে কৃষিদপ্তর। এই কাজে অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে বুধবার নবান্নে দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেখানে কৃষিদপ্তরের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা হয়। কৃষিমন্ত্রী তাঁদের বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন রাজ্য বীজ উৎপাদনে নিজের পায়ে দাঁড়াক। রাজ্যে উন্নতমানের বীজ বেশি পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত মানের আলু বীজ উৎপাদনে রাজ্য ইতিমধ্যেই সাফল্য পেয়েছে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম মন ধানের বীজ তৈরির জোর দেন মন্ত্রী। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা এখন বাড়ছে। এই ধরনের ধান তাঁদের পক্ষে খুবই উপযোগী। কৃষকবন্ধু সহ কৃষিদপ্তরের একগুচ্ছ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন মন্ত্রী।

চিকিৎসা না পেয়ে আরজি করে টানা ৩ ঘণ্টা পড়ে থাকল রোগী

অন ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ঘটনা ধামাচাপা দিতে হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টানা তিন ঘণ্টা চিকিৎসা না পেয়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পড়ে থাকল রোগী। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্টের সদস্যদের দিকেই। শুধু তাই নয়, এই রোগীর পরিবারকে দিয়ে জোর করে সাদা কাগজে মুচলেকা লেখানোর অভিযোগও উঠেছে এই জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে।

সূত্রে খবর, মূল অভিযোগ উঠেছে ডক্টর রুবেল মাঝি এবং ডা. শ্রীতিশ-সহ এক মহিলা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে এক নার্সের বিরুদ্ধেও। সঙ্গে এও জানা গেছে, এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে অন ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার তাপস প্রামাণিকের ঘরে হুমকি দেন জেডিএফ সদস্য ডা. শ্রীতিশ, ডা. রুবেল।

এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে, তাপস প্রামাণিক তিন জায়গায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ জমা দেন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউট পোস্ট, হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের কাছে এবং হাসপাতালে মোতায়েন সিআইএসএফের কাছে।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে হাড়োয়া থানা থেকে ভাই সুজিত ঘোষকে নিয়ে আসেন দিদি গীতা ঘোষ। বাড়িতে অশান্তির জেরে বছর চল্লিশের সুজিত ঘোষ বিষ খেয়েছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ তাঁকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে আনেন গীতাদেবী। বিকেল চারটেয় আসলেও সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ফেলে রাখা হয় রোগীকে, এমনটাই অভিযোগ। যন্ত্রণায় ছটফট করছিল রোগী, তার পরেও দেখা পাওয়া যায়নি কোনও ডাক্তারের। অভিযোগ উঠেছে ডিউটি থাকাকালীন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি ডা. শ্রীতিশ।

অভিযোগকারী ডক্টর তাপস প্রামাণিক জানান, ‘যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি আতঙ্কিত। যে জুনিয়ার ডাক্তাররা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের একজনকে কোনওদিন দেখিনি। এরা প্রত্যেকে জেনারেল মেডিসিন বিভাগের জুনিয়র ডাক্তার। পুলিশ রিপোর্ট অর্থাৎ মেডিকো লিগ্যাল সার্টিফিকেট তৈরি না হওয়ায় রোগীকে এমার্জেন্সি থেকে জেনারেল মেডিসিন বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানকার নার্স পুলিশ রিপোর্ট না থাকায় রোগীকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। আমি সুপ্রিম কোর্টের আইন দেখিয়ে বলি আগে রোগীকে ভর্তি নিতে হবে চিকিৎসা শুরু করতে হবে তারপরে পুলিশ সার্টিফিকেট করা যাবে। এরপরেই এই জুনিয়র ডাক্তাররা আমার রুমে এসে অকথ্য ভাষায় আমাকে আক্রমণ করে। সিআইএসএফ না থাকলে আমাকে তারা মারতেও পারত। গোটা ঘটনাটা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনভিপ্রেত।’

তৃণমূলের ‘খেলা হবে’ স্লোগানের পাল্টা ‘চালিয়ে’ খেলার হুঙ্কার এসএফআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর কাণ্ডে শুরু থেকেই ছেড়ে কথা বলতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। অরূপ বিশ্বাস স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, যাদবপুর দখল করতে তাঁদের ১ মিনিট সময় লাগবে। এমনকী একই সুর শোনা গিয়েছিল সায়নী ঘোষ থেকে কুণাল ঘোষের গলাতেও। এবার পাল্টা চালিয়ে খেলার হুঙ্কার এসএফআইয়ের। হুঁশিয়ারির সুরে জানানো হল, তৃণমূল পুলিশের সাহায্যে ক্যাম্পাসে ঢুকে মারধর

যাদবপুর কাণ্ড

করলে দেওয়া হবে পাল্টা জবাব। ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। সঙ্গে এও জানানো হল, ২০১১ থেকে ওরা ক্যাম্পাসে থ্রেট সিন্ডিকেট, ক্রাইম সিন্ডিকেট, দুর্নীতির সিন্ডিকেট চালিয়ে আসছে। ওরা যদি খেলা হবে পরিকল্পনা করে, তাহলে এবার আমরাও বলছি ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চালিয়ে খেলা হবে। এদিন এ ভাষাতেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে হুঙ্কার দিলেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে।

প্রসঙ্গত, যাদবপুরকাণ্ডের পরেই সোমবার রাজ্যজুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এসএফআই। ধর্মঘটের আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্ন অশান্তির ছবিও দেখা যায়। একাধিক কলেজে টিএমসিপি-র সঙ্গে এসএফআই কর্মীদের সংঘর্ষের ছবিও দেখা যায়। এদিকে ইতিমধ্যেই যাদবপুরকাণ্ডের জল গড়িয়েছে আদালতে। আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তা নিয়ে চাপানউতোর চলছে। অন্যদিকে শাসকের উপর চাপ বাড়িয়ে চলেছে বামেরাও। রোজই নেওয়া হচ্ছে নিত্যনতুন কর্মসূচি। এরইমধ্যে এবার ফের হুঙ্কার সৃজন ভট্টাচার্যদের উত্তরসূরীদের। বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে দেবাঞ্জন বলেন, ‘বহিরাগত গুন্ডারা যদি ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে ছাত্রীদের মারতে থাকে, যদি বহিরাগত গুন্ডারা পুলিশের সাহায্য নিয়ে তৃণমূল-টিএমসিপি- পুলিশ এক হয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে মেয়েদের ধরে পেটাতে থাকে, রাস্তায় ফেলে মারতে থাকে তাহলে কী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আক্রমণকারীদের দিকে ফুল ছুঁড়বে? এটা ২০২৫ সাল। ওরা যদি খেলা হবের পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে আমরাও বলছি ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চালিয়ে খেলা হবে। এটার জন্য যেন সকলে প্রস্তুত হয়ে থাকে।’

এর প্রত্যুত্তরে পাল্টা সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসকদলও। তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কর ভট্টাচার্য কটাক্ষের সুরে জানান, ‘হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে এসেছে। ওরা যখন এত বড় বড় লেকচার দেয় তখন শুনে হাসি পায়।’

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র দিয়ে পুলিশে চাকরির অভিযোগ, পদক্ষেপ লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাস্ট সার্টিফিকেট জমা দিয়ে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি পেয়েছেন যাঁরা তাঁদের নথি যাচাই করতে বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। কারণ, ভুয়ো ‘তফসিলি শংসাপত্র’ দেখিয়ে পুলিশের চাকরি হয়েছে এমন অভিযোগ সামনে আসতেই এবার তার সত্যতা যাচাই করতে পদক্ষেপ করল লালবাজার।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির তরফে অভিযোগ জানানো হয় ২০১২ সালে ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন শতাধিক কনস্টেবল। অভিযোগ পেয়েই অনুসন্ধান শুরু করে লালবাজার।

লালবাজার সূত্রে খবর, জেলা প্রশাসনগুলির কাছে চাওয়া হল কাস্ট সার্টিফিকেট সংক্রান্ত রিপোর্ট। অর্থাৎ কাস্ট সার্টিফিকেট জমা দিয়ে কোনও চাকরি প্রার্থী কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি পেয়েছেন কিনা, সেই কাস্ট সার্টিফিকেট সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনিক কর্তার কাছে।

এদিকে আবার সেন্ট্রাল রির্জাভ অফিসের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কাস্ট সার্টিফিকেট জমা দিয়ে যারা চাকরি করছেন, তারা শীঘ্রই তাঁদের কাস্ট সার্টিফিকেট ও সংক্রান্ত নথি জমা করুক লালবাজারে। সূত্রের দাবি, সেই নথি জমা পড়েছে। খতিয়ে দেখতে এবার তালিকা ধরে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

কোতোয়ালি থানায় পুলিশি নির্যাতনের ঘটনায় মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোতোয়ালি থানায় এআইডিএসও নেত্রীদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনার জল গড়াল আদালতে। এবার এই ঘটনায় মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রসঙ্গত, যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এআইডিএসও-র চার নেত্রী। এরপর তাঁদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগ ওঠে পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার মহিলা ওসি-র বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা ও থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের দাবিতে মামলার আবেদন জানান মামলকারীরা। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বৃহস্পতিবার এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি।

এই ঘটনায় বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন এআইডিএসও-র চার নিগৃহীত নেত্রী। তাঁদের মুখে উঠে আসে সেদিন মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার লকআপের নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা। নিগৃহীতা সুশ্রীতা সোরেন জানান, ৩ মার্চ তাঁদের যে কর্মসূচি ছিল, তা মূলত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। আর এই কর্মসূচি পালন করতে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবেই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। কোনও রাস্তা অবরোধ বা এমন কোনও কাজ করা হয়নি যাতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পৌঁছনো মাত্রই বিশাল বাহিনী তাঁদের তুলে নিয়ে যান। এরপর নিয়ে যাওয়া হয় কোতোয়ালি থানায়। সেখানে ছাত্রকর্মীদের নামিয়ে চার জন ছাত্রীকে পাটনাবাজারে মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে এও জানান, পুলিশ ভ্যান থেকে নামানোর পর নিয়ে যাওয়া হয় সিসিটিভি আওতার বাইরে। সেখানে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়। ধাক্কার প্রতিঘাতে মেঝের মাঝখানে চার জন মুখ থুবড়ে পড়েন তাঁরা। ওই অবস্থাতেই ওসি-সহ পাঁচ জন পুলিশ কর্মী মিলে চড়াও হয় এআইডিএসও-র নেত্রীদের ওপর। চলতে থাকে এলোপাথাড়ি লাথি, কিল, চড় ঘুষি। এমনকী ওসি কোমরের বেল্ট খুলে মারেন। একই অভিযোগ বর্ণালী নায়ক, রানুশ্রী বেজদের। যদিও আরও অভিযোগ, রাজ্যের দুটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্টের পরও ইনজুরি রিপোর্ট হাতে পাননি নিগৃহীতারা। এদিকে এই ঘটনায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার।

রঙ্গ বরসে...আসন্ন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে ক্যানিং স্ট্রিটে শুরু বিকিকিনি। *ছবি: অদিতি সাহা*

চায়ে পে চর্চায় মেটানো হোক রাজপাল-মুখ্যমন্ত্রীর দ্বন্দ্ব, পরামর্শ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের দুই প্রশাসনিক প্রধান রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর লড়াই নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের পরামর্শ, আদালতে লড়াই না করে দু’পক্ষ ‘চায়ে পে চর্চা’য় বিষয়টি মিটিয়ে নিক। কারণ, রাজ্যের দুই প্রশাসনিক প্রধানের মধ্যে এমন ঘটনায় কারও জন্যই সুখকর নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের করা মামলায় এমনই মন্তব্য বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী।

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে দুই বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছিল। জয়ী বিধায়কদের শপথ গ্রহণ নিয়ে রাজ্যপাল বনাম বিধানসভার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছিল। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী এবং দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেন এবং তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মমতার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল বোস। ওই মামলায় বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের আইনজীবী হলফনামা দাখিল করার জন্য অতিরিক্ত সময় চান।

এরপরই এই ঘটনায় বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘আরও সময় চাইছেন? মামলাটি নিয়ে আপনি সিরিয়াস তো?’ এরেই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এমনিতেই রাজ্যপাল রক্ষাকবচ পান। রাজ্যপালের এই ধরনের পদক্ষেপের কথা সংবিধান রচয়িতারা চিন্তা করেননি। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দু’পক্ষকে আদালতের বাইরে বসে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেয়। এরই পাশাপাশি আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, একটা ‘চায়ে পে চর্চা’য় সমস্যা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এদিন এই মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে জানান, আদালতের এই পরামর্শ নিয়ে তাঁদের আপত্তি নেই। বিষয়টি নির্দেশনামায় উল্লেখ করা হলে ভালো হয়। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এদিন এও জানান, ‘এখন মৌখিক পরামর্শ দেওয়া হল। দরকার পড়লে পরে নির্দেশ দেওয়া হবে।’

পলতায় সরকারি ড্রেনের ওপর পাঁচিল করার অভিযোগ আবাসন মালিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলতায় ঘোষ পাড়া রোডের ওপর গড়ে উঠছে জেনেক্স টাওয়ার নামক একটি আবাসন। বহুদিন বন্ধ থাকার পর ফের আবাসন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। অভিযোগ, সরকারি ড্রেনের ওপর আবাসন মালিক পাঁচিল তৈরি করছেন। এমনভাবে আবাসন কর্তৃপক্ষ পাঁচিল তৈরি করছে, তাতে আবাসন লাগোয়া ২২ টি পরিবার উচ্ছেদ হবার আশঙ্কা করছেন। বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচিল তৈরির কাজ শুরু হলে, তাতে বাধা দেয় নির্মীয়মাণ আবাসন লাগোয়া বাসিন্দারা। যদিও পরে নোয়াপাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে পাঁচিল তৈরির কাজ চলছিল। কিন্তু পুরপ্রধানের নির্দেশে পাঁচিল তৈরির কাজ আপাতত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা রত্না সরকার জানান, রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তারা সেই ভাঙা ঘরেই বসবাস করছেন। তাঁর অভিযোগ, কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে আবাসন মালিক। যদিও পুনর্বাসন ছাড়া ২২টি পরিবার ওখান থেকে উঠতে নারাজ। বিজেপি নেতা কুন্দন সিংয়ের অভিযোগ, ওখানে সরকারি জায়গা দখল করে প্রমোটারি রাজ চলছে। নিকাশি ড্রেনের ওপর পাঁচিল গড়া হচ্ছে। অথচ নির্বিকার প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, পুরসভার একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা দেবেন। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, যদি সরকারি ড্রেন দখল করে পাঁচিল দেওয়া হয়। তাহলে পুর আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পিকআপ ভ্যান উল্টে জখম ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পিকআপ ভ্যানের চাকা ফেটে গাড়ি উল্টে গিয়ে জখম তিনজন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া থানার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পানপুর মোড় সন্নিহিত এলাকায়। ভাটপাড়া থানার পুলিশ পিকভ্যানে থাকা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও বাকি দুজন সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় আহত এক যুবক জানান, পানপুর মোড় থেকে একটু এগিয়ে পিকআপ ভ্যানের চাকা ফেটে গাড়ি উল্টে যায়। গাড়িতে থাকা তিনজন আহত হয়েছেন।

দমদমে ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় অবেশেষে পকসো আইনে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হল। দমদমের ওই স্কুলের এক ছাত্রী গত সোমবার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন। তার পরিবার অভিযোগ দায়ের করে থানায়।

প্রসঙ্গত, দমদমের একটি সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ক্লাস চলাকালীন ওই ছাত্রীর ঘটনায় গত মঙ্গলবার শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন অভিভাবক থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এমনকী ভাঙচুরও চলে স্কুলের ক্লাসরুমে। যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ করে দেওয়া হয়। এরপর দমদম থানায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে দমদম থানার পুলিশ। এদিন তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনের ধারায় মামলার রুজু করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর।

এদিকে ওই স্কুলের পড়ুয়া ও অভিভাবকদের দাবি এই ঘটনা প্রথম নয়, এর আগেও এই কাণ্ড করেছেন ওই হেডমাস্টার। এক অভিভাবক বলছেন, অনেকদিন থেকেই এখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার চলছে। বারবার বলেও কোনও কাজ হয়নি।

বকেয়া পেনশনের দাবিতে ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সনের ঘরের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বকেয়া পেনশনের দাবিতে বৃহস্পতিবার ফের ভাটপাড়া পুরসভায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যাল পেনসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে এদিন দুপুর আড়াইটে থেকে তারা গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বকেয়া অবসরকালীন ভাতার দাবিতে এদিন তারা চেয়ারপার্সনের ঘরের সামনে শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখালেন। সন্ধে সাড়ে ছ’টা পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ। এদিন বিক্ষোভে যোগ দিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদিও কোনওরকম আলোচনায় বসতে রাজি নন বিক্ষোভকারীরা। বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে এদিন তারা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন। বকেয়া পেনশন না মিললে, আগামী মঙ্গলবার তারা পুরসভার গেটে ফের বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন বলে সূত্রে খবর। বিক্ষোভকারী পরেশ

পালের অভিযোগ, তিনমাস ধরে তারা পেনশন থেকে বঞ্চিত। পেনশন না মেলায় তারা চিকিৎসা করাতে পারছেন না। দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে তারা পুরসভায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পরেশ বাবুর আরও অভিযোগ, ডিসেম্বর মাসে কয়েকজনকে একমাসের পেনশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাকি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা তিন মাস ধরে পেনশনই পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, পুরসভার সাড়ে পাঁচশো জন অবসরকালীন ভাতা না পেলে, তাদের অনাহারে দিন কাটাতে হবে। পেনশনের দাবিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিক্ষোভ নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পেনশনের দাবিতে ওনারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সেদিন চেয়ারপার্সনের ঘরে পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের সিআইসি নুরে জামাল বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে একমাসের পেনশন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পেনশন দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তিনমাসের পেনশন এখন বকেয়া হয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, পুরসভার নিজস্ব ফান্ডের সংকট চলছে। তাই অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন মেটানো যাচ্ছে না।

সম্পাদকীয়

বন্ধু মনোভাবাপন্ন ভাব দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা পেলেও কূটনৈতিক খেলাতে জেতা যায় না

ব্যক্তিগত রসায়নে রাষ্ট্রনীতি কিছুটা সহজ হয় কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। কারণ আবেগ বা উষ্ণতায় নয়, দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের সম্পর্ক তৈরি হয় দেনা-পাওনায়, পারস্পরিক জাতীয় স্বার্থের তুল্যমূল্যে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুতা প্রদর্শনের একটি বাইরের দিকও রয়েছে; যা ঘরোয়া রাজনীতিতে কখনও ‘বিশ্বমিত্র’ কখনও শক্তিমান ভাবমূর্তি তৈরি করে ভোটব্যাঙ্কে ঢেউ তোলে; অল্পবিত্ত অথচ ভূকৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে চাপে রাখা যায়। মোদীর বিদেশনীতির চিরপরিচিত এই মডেলটি কিন্তু ধাঁধার থেকেও জটিল হয়ে উঠছে আমেরিকার দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্টের আসনে বসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া এক শীর্ষ পর্যায়ের ভারতীয় কূটনীতিক এক বার বলেছিলেন (তখন ট্রাম্পের প্রথম দফার শেষ বেলা), ‘আমেরিকার এই প্রেসিডেন্ট যত কম কথা বলেন, ভারতের জন্য ততই মঙ্গল। উনি মুখ খুললেই বুঝতে হবে আমাদের বিপদ।’ কিন্তু এটা আশা করা একটু বেশি যে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিধর মানুষটি মৌনীবাবা সেজে, হোয়াইট হাউসের হাওয়া খেয়ে কাটিয়ে দেবেন। তাঁর দ্বিতীয় দফার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্ট, ট্রাম্প রয়েছেন তাঁর পুরনো অবতারেই। তিনি ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্ট তুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে! এই প্রশংসা করছেন, পরমুহূর্তে তীব্র ব্যঙ্গ করছেন। এই বলছেন ‘মহান বন্ধু’, তার পরই নির্মম পদক্ষেপের হুমকি দিচ্ছেন। বিশেষ করে মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের এই অম্লমাধুর্য যেন একটি স্থায়ী ভাষ্য হয়ে গিয়েছে, যার প্রভাব পড়ছে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে।

শব্দবাণ-২১২

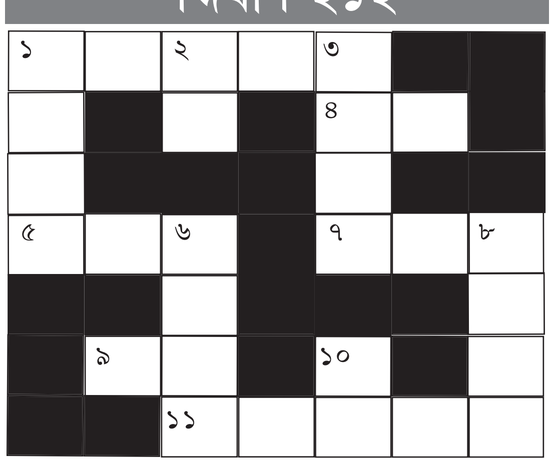

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ফিরে আসা ৪. উপায়, ব্যবস্থা ৫. মেখলা ৭. গতিশীল, গমনশীল ৯. ঋজু ১১. পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সদর দরজা ২. কর্তৃত্ব, অধিকার ৩. হিমালয় ৬. বিখ্যাত, নামী ৮. পুষ্পমধু ১০. উত্তম, চমৎকার।

সমাধান: শব্দবাণ-২১১

পাশাপাশি: ১. প্রকাশমান ৩. অতল ৫. ওষুধ ৭. করুণা ৮. রিসালা ১০. অন্তঃপট।

উপর-নীচ: ১. প্রথিত ২. মাসওয়ারি ৩. অনেক ৪. লক্ষণাক্রান্ত ৬. ধবলা ৯. সাপট।

জন্মদিন

আজকের দিন

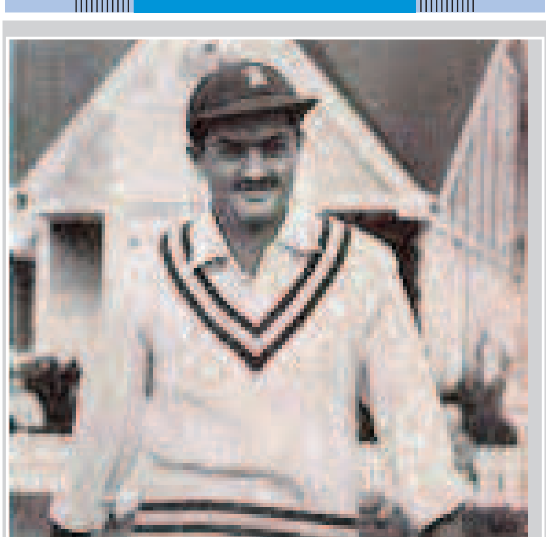

নরি কন্ট্রাক্টর

১৯৩৪ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নরি কন্ট্রাক্টরের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনুপম খেরের জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সাধনা সরগমের জন্মদিন।

ভারতের প্রযুক্তিগত নবজাগরণ বিকশিত ভারতের যাত্রাকে আরও প্রজ্বলিত করছে

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি, রেলওয়ে এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রের বারামতিতে, একজন ক্ষুদ্র কৃষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) ব্যবহার করে কৃষির নিয়মকানুন নতুন করে লিখছেন। আমরা সেখানে অসাধারণ কিছু কাজ দেখতে পাচ্ছি - সারের ব্যবহার কম করা, উন্নতভাবে জল ব্যবহারের দক্ষতা এবং উচ্চ ফলন, সবকিছুই এ আই এর মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে।

এটি ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত বিপ্লবের এক ঝলক মাত্র। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন এখন আর গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নয় বরং সাধারণ নাগরিকের জীবনকে রূপান্তরিত করছে। অনেক দিক থেকে, এই কৃষকের গল্পটি আরও বৃহত্তর রূপান্তরের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ যা - ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের পথে আমাদের যাত্রার অন্যতম পরিচায়ক।

ডিজিটাল ভাগ্য রচনা

ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই), এআই, সেমিকন্ডাক্টর এবং ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের উপর জোর দিয়ে ভারত নিজের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গঠন করছে। কয়েক দশক ধরে, ভারত সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে।বর্তমানে হার্ডওয়্যার উৎপাদনেও ভারত বড় অগ্রগতি অর্জন করছে।

দেশে নির্মাণাধীন পাঁচটি সেমিকন্ডাক্টর কারখানা ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভূমিকাকে জোরদার করছে। ইলেকট্রনিক্স পণ্য বর্তমানে দেশের রপ্তানিকারক শীর্ষস্থানীয় তিনটি পণ্যের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এই বছর ভারতের প্রথম ক্ষমেক ইন ইন্ডিয়াক্ষ চিপ চালু করার মাধ্যমে শীঘ্রই আমরা একটি বড় মাইলফলক অর্জন করব।

এআই এর তৈরি কম্পিউট, ডেটা এবং উদ্ভাবন

সেমিকন্ডাক্টর এবং ইলেকট্রনিক্স ভারতের প্রযুক্তি বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। ভারত বর্তমানে এ আই সকলের কাছে উপলব্ধ করছে।

এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল ভারতের ১৮, ০০০ এর বেশী গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জি পি ইউ) সহ কমন কম্পিউট সুবিধা। এটি ১০০ টাকা প্রতি ঘন্টার কম ভর্তুকি মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। এই উদ্যোগটি গবেষক, স্টার্টআপ, শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য অংশীদারদের জন্য অত্যাধুনিক গবেষণার সুবিধা প্রদান করছে। এই উদ্যোগটি এআই ,ভিত্তিক এক ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে মৌলিক মডেল।

ভারত নানাধরণের এবং উচ্চ-মানের ডেটার উপর এ আই মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বৃহৎ আকারের ব্যক্তিগত নয় এমন বেনামী ডেটাসেটও তৈরি করছে। এই উদ্যোগ পক্ষপাত কমাতে এবং নির্ভুল কাজ করতে সাহায্য করবে। এ আই ব্যবস্থাগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য এবং সুসংহত করে তুলবে। এই ডেটাসেটগুলি কৃষি, আবহাওয়া পূর্বাভাস এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ আই -চালিত সমাধানগুলিকে শক্তিশালী করবে।

সরকার ভারতের নিজস্ব মৌলিক মডেলগুলির উন্নয়নে সহায়তা করছে, যার মধ্যে রয়েছে বৃহৎ ভাষা মডেল (এলএলএম) এবং ভারতীয় চাহিদা অনুসারে সমস্যা ভিত্তিক এআই সমাধান। এআই গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য, একাধিক উৎকর্ষ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে।

ভারতের ডিপিআই, ডিজিটাল উদ্ভাবনের একটি নীলনকশা

ডিপিআই-তে ভারতের অগ্রণী কাজ বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল চালচিত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত রূপ দিয়েছে। কর্পোরেট মডেলের বিপরীতে, ভারতের উদ্ভাবনমূলক সরকারি-বেসরকারি পদ্ধতি আধার, ইউপিআই এবং ডিজি-লকারের মতো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। বেসরকারী সংস্থাগুলি ডিপিআই-এর উপরে ব্যবহারবান্ধব, অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সমাধানগুলি আরও উদ্ভাবন করে উন্নতভাবে তৈরি করে।

এই মডেলটি এখন এআই দ্বারা সুপারচার্জ করা হচ্ছে, কারণ ইউপিআই এবং ডিজি-লকারের মতো আর্থিক ও প্রশাসনিক প্ল্যাটফর্মগুলি নানা গুরুত্বপূর্ণ সমাধানগুলিকে একীকৃত করে। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের ডিপিআই কাঠামোর প্রতি বিশ্বব্যাপী আগ্রহ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশ মডেলটি অনুকরন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। জাপান ভারতের ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমকে পেটেন্ট দিয়েছে।

ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির এক সঙ্গম, মহাকুম্ভ

ভারত ২০২৫ সালের সর্ববৃহৎ মানব সমাবেশ, মহাকুম্ভের নির্বিঘ্ন পরিচালনার জন্য তার ডিপিআই এবং এআই-চালিত ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়েছে। প্রয়াগরাজের রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য এআই-চালিত সরঞ্জামগুলি যথাযথ সময়ে রেল যাত্রীদের চলাচল পর্যবেক্ষণ করেছে।

কুম্ভ সহায়ক চ্যাটবট ভাষিণী, সকলের জন্য কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে এবং হারানো অনুসন্ধান ব্যবস্থাপনার সুবিধা, রিয়েল-টাইম অনুবাদ এবং বহুভাষিক সহায়তা বাস্তবায়িত করেছে। ভারতীয় রেলওয়ে এবং ইউপি পুলিশের মতো বিভিন্ন বিভাগের সংগে এর সহযোগিতায় দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য যোগাযোগকে সুগম করেছে।

ডিপিআই ব্যবহার করে, মহাকুম্ভ ২০২৫ প্রযুক্তি-সক্ষম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড স্থাপন করেছে, এটিকে আরও সুসংহত দক্ষ এবং সুরক্ষিত করে তুলেছে।

ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা

ভারতের কর্মীবাহিনী তার ডিজিটাল বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ভারত প্রতি সপ্তাহে একটি করে আন্তর্জাতিক ক্ষমতাকেন্দ্র (জি সি সি) যুক্ত করছে। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য একটি পছন্দের গন্তব্য হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করছে। তবে, এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে ক্রমাগত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (এন ই পি) ২০২০ অনুযায়ী সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করে এ আই, ৫জি এবং সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত করে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এর ফলে স্নাতকরা চাকরির জন্য দক্ষতা নিয়ে প্রস্তুত হবে। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে পরিবর্তনের সময় কমিয়ে আনবে।

এআই নিয়ন্ত্রণের জন্য বাস্তবসম্মত পদ্ধতি

ভারত যখন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবাহিনী তৈরি করছে, তখন এর এ আই নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে দায়িত্বশীলভাবে কাজে লাগানোর পাশাপাশি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে হবে। কঠোর নিয়ন্ত্রক কাঠামো উদ্ভাবনের সুযোগকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভারত এসবের বাইরে বেরিয়ে সমগ্র ব্যবস্থাকে উন্নত করছে।

এ আই -সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, সরকার প্রযুক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করছে। সরকার আন্তর্জাল, গোপনীয়তা উদ্বেগ এবং সাইবার নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলায় সরঞ্জাম তৈরির জন্য শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আই আই টিগুলি-তে এ আই -পরিচালিত প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ মঞ্জুর করছে। এ আই যখন বিশ্বব্যাপী শিল্পগুলিকে পুনর্গঠন করে চলেছে, তখন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট । তা হল, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এমন একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা। নীতি এবং পরিকাঠামোর উর্ধে উঠে রূপান্তর হচ্ছে দেশের জনগণের জন্য।

পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও
অবৈধর বৈধকরণ

সুবীর পাল

সাম্প্রতিক কালে রাজ্য রাজনীতিতে বহুল প্রচলিত একটা স্লোগান অন্তত সবাই শুনে থাকবেন। তা হলো, ‘পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও।’ অবশ্যই মানতে হবে এটা একটা রাজনৈতিক আঙ্গিকের স্লোগান। এই স্লোগানের মূল চোরাস্রোত কিন্তু লুকিয়ে আছে এই রাজ্যের মধ্যে সদা ঘূর্ণায়মান কালো টাকার লেনদেনের নানা উৎসমুখে। অনেকেই অবশ্য দাবি করেন এহেন নানা উৎসমুখের সঙ্গম মোহনা কিন্তু একটাই। বিরোধীরা এ’প্রসঙ্গে রীতিমতো সোচ্চার তাঁদের মতে এসবই হলো তোলাবাজির আসলি নেটওয়ার্ক। তবে শাসককুলের দাবি, হতাশা থেকেই এমন বায়বীয় অপপ্রচার চালাচ্ছেন বিরোধীরা, যা রাজ্যবাসী বিশ্বাস করেন না।

রাজনৈতিক ময়দানে এই বহুল চর্চিত ইস্যুতে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রকৃতই দ্বিধাবিভক্ত। চায়ের দোকান থেকে ফুটপাতের ঠেক, বাসের নিত্য যাত্রী থেকে শ্রমিক সংগঠনের দফতরে, এই স্লোগানে সমগ্র বাংলা আক্ষরিক অর্থেই ব্যাপক মুখর।

আসলে এই ‘পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও’ স্লোগানটি খামোখা এখানে উপস্থাপিত হয়নি। না কোনও রাজনৈতিক রসায়নে মশগুল হবার জন্য এখানে এটি উঠে এসেছে। আসলে এই বাক্য বন্ধনীর সঙ্গে এক অদ্ভুত স্বতঃস্ফূর্ত মেলবন্ধন রয়ে গেছে বাংলার অধুনা বহমান রাজনৈতিক বিতর্কের সঙ্গে। সুতরাং এই আলোচ্য বিষয়ে না কোনও রাজনৈতিক দলকে কাঠগড়ায় তোলার মানসিক প্রতিচ্ছবি এখানে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। না কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের স্বপক্ষে অতি তোষণের বাসনা এই লেখ্য ভূমিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বাস না হলেও এটাই বাস্তব, পুরোপুরি ভারতীয় আইনের পরিধিতে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্র বিন্দুতে বিদ্যমান ‘পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও’ বিষয়ক এমন সরকারি ঘোষণা প্রকৃতই বিদ্যমান। অন্তত কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত স্লোগান যে এটাই।

সাম্প্রতিক কালে যে হারে সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যের বিভিন্ন মানুষের ঘরে ঘরে আয়কর দফতর ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর (ইডি) পর্যায়ক্রমে হানা দিয়ে চলেছে তাতে সাধারণ নাগরিকদের মনে কিছু প্রশ্ন তো উঁকি দিচ্ছে প্রত্যাশিত ভাবেই। কত পরিমাণ নগদ অর্থ সঙ্গে কত পরিমাণ অলঙ্কার নিজস্ব বাসভবনে আইনানুযায়ী মজুত করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অদ্ভুত ভাবে আচমকা উঠে এলো ‘পঁচাত্তর দাও পঁচিশ নাও’ সরকারি নিদানটির প্রসঙ্গ।

আদতে, ভারতীয় নিয়ম অনুসারে অগুনতি বৈধ নগদ অর্থ ঘরে গচ্ছিত রাখতে পারলেও স্বর্ণালঙ্কারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সোনার গয়না মজুত করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আপনাকে মানতেই হবে। তবে গৃহে রূপোর গহনা ও হিরে মজুতের বিষয়েও নির্দিষ্ট কোনও নির্দেশনামা এখনও পর্যন্ত জারি হয়নি সরকারি পর্যায়ে। অনন্ত দেশের আইন মোতাবেক তো এটাই বর্তমান দস্তুর।

সাম্প্রতিক কালে আয়কর দফতর ও ইডি হানা দিয়ে অধিকাংশ আবাস থেকে বাজেয়াপ্ত করে বিশাল অঙ্কের বেআইনি নগদ অর্থ ও লুকিয়ে রাখা অবৈধ স্বর্ণালঙ্কার।

এক প্রশ্নের উত্তরে কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী রমেশ কুমার পাটোদিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ‘একজন ভারতীয় নাগরিক তাঁর নিজস্ব ঘরে যে কোনও বড় অঙ্কের নগদ অর্থ মজুত করে অবশ্যই রাখতে পারেন। তবে নিজের দায়িত্বে তা তাঁকে রাখতে হবে। এটা তো তাঁর নাগরিকত্বের অধিকার। তবে এখানে একটা শর্ত মানতেই হবে। তা হলো আয়ের সঙ্গে ঘরে গচ্ছিত অর্থের সঙ্গতিপূর্ণ স্বচ্ছ নথি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। অন্যথায় গৃহে থাকা উক্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হওয়াটাই ভারতীয় আইন।’ রমেশবাবু আরও উল্লেখ করেন, আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নগদ অর্থ যেমন যত খুশি গৃহে জমা রাখা সম্ভব, তেমনই সোনার গয়নার ক্ষেত্রে যত মন চাইবে সেই পরিমাণে আবাসে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ভারত সরকারের এখানে একটা পরিমাণ বেঁধে দিয়েছেন। তা লঙ্ঘন করলে অতিরিক্ত পরিমাণ সোনার গহনা বাজেয়াপ্ত করতে পারে আয়কর দফতর। তাঁর স্পষ্ট মন্তব্য এ’প্রসঙ্গে, একজন বিবাহিত ভারতীয় মহিলা সর্বাধিক পাঁচশো গ্রাম ওজনের সোনার গয়না নিজের ঘরে সঞ্চয় করে রাখতেই পারেন। অবিবাহিত নারী আড়াইশো গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কার ঘরে নিজের হেফাজতে অনায়াসেই রাখতে পারবেন। জনপ্রতি পুরুষ নিজের ব্যবহারের জন্য একশো পঁচিশ গ্রাম পর্যন্ত সোনার অলঙ্কার বাড়িতে রাখতে সক্ষম। এই পরিমাণের বেশি ঘরে রাখতে গেলে আয়কর দফতরকে আগাম নির্দিষ্ট কারণ দর্শাতে হবে নিজের থেকে। অন্যদিকে রূপোর ভূষণ ও হিরে ঘরে সর্বাধিক কত পরিমাণ মজুত করা যাবে বিনা বাধায় তা নিয়ে দেশের আইনে আক্ষরিক ভাবে কোনও নিষেধাজ্ঞা এযাবৎ জারি হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কলকাতার অপর নামজাদা আইনজীবী এস এম সুরানা বাণিজ্যে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে দেন, ব্যবসায়িক ঠিকানা যেন কোনও ভাবেই নিজের আবাসস্থল না হয়। এতে জটিলতা বাড়বে বইকি কিন্তু তা কমবে না। অনেক ব্যবসায়ী আর্থিক সংকোচনের কথা ভেবে বা যাতায়াতের সহজলভ্যের বিষয়টি মাথায় রেখে পেশাগত দফতর নিজস্ব বাড়ির ঠিকানাতেই স্থাপন করেন। এটা একটা মস্তবড় ভুল পদক্ষেপ। কলকাতায় সম্প্রতি আয়োজিত এক বণিকসভার আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘ব্যবসার লেনদেন জাত অসঙ্গতি কোনও ভাবে ধরা পড়লে এবং ব্যবসার দফতর বাসস্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র থাকলে আয়কর ভবণ থেকে সরাসরি অভিযান চালানো হতে পারে সংশ্লিষ্ট অফিসে। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ঘরে হানা দেবার সুযোগ কম থাকে। কিন্তু অফিস বাড়ির ঠিকানায় দেখানো থাকলে আয়কর দফতর অফিস ও বাড়ি একযোগে সরাসরি ঢুকে তদন্ত শুরু করতে পারে।’

‘আর্থিক বিষয়ক ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক হানাদারী ও বাজেয়াপ্তকরণ এবং তার আইনি সীমাবদ্ধতা’ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রমেশবাবু আরও জানান, ব্রিটেন ও আমেরিকার থেকে আমাদের দেশে এই সংক্রান্ত আইন অনেক বেশিমাত্রায় সরলীকরণ করা হয়েছে। ইউরোপের ওই দুই দেশের আইনানুসারে, একশো বছরের পুরনো কোনও অবৈধ আর্থিক লেনদেন নিয়েও যে কোনও অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে আইনের আতস কাঁচের তলায় টেনে আনতে সক্ষম তদন্তকারী সংস্থা। সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ভারতে মোটামুটি ভাবে বিগত ছয় বছরের হিসেবের খতিয়ান খতিয়ে দেখার দৃষ্টান্তই বেশি মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি জানান, সকল ব্যবসায়ীকে সঠিক নিয়ম মেনে আইটি রিটার্ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া উচিৎ। সেই পরিস্থিতিতে এধরণের ঝামেলা সহজেই এড়ানো সম্ভব। আজকাল ডিজিটাল যুগ। প্যান কার্ড ও আধার নম্বর সকল লেনদেনের সঙ্গে প্রায় সংপৃক্ত। ফলে আয়কর ফাঁকি দেওয়া প্রকৃতই দুরূহ। এছাড়াও আয়কর দফতরের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও অনুসন্ধান বিভাগ এখন অত্যন্ত আধুনিক। সুতরাং ওঁদের চোখ এড়ানোর প্রয়াস আর জেগে দিবাস্বপ্ন দেখা সমার্থক ব্যপার। এছাড়া কারোর দ্বারা লুকানো নিয়ম বহির্ভূত অর্থের অধিকার হলো একমাত্র দেশেরই। আর দেশের অর্থ কারও অন্যায় ভাবে ব্যবহার করার এক্তিয়ার নেই এই ভারতে বলে রমেশবাবু মনে করেন।

অন্যদিকে আর্থিক নিয়মের কথা স্মরণ করিয়ে এস এম সুরানা মন্তব্য করেন, ‘যদি কোনও ভাবে হিসাব বহির্ভূত অর্থ আকস্মিক পর্যায়ে কারও হস্তগত হয়, সেক্ষেত্রে আয়কর দফতর বা ইডি’র হাত থেকে বাঁচার অন্তরায়ও রয়েছে। সেক্ষেত্রে মোট নিয়ম বহির্ভূত গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ আয়কর দফতরকে জানাতে হবে। আর সামগ্রিক অর্থের ২৫ শতাংশ নিজের হেফাজতে রেখে বাকি ৭৫ শতাংশ আয়কর দফতরে জমা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক।’

গ্রিন সিটি প্রকল্পে চরম দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা স্বীকার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সোনামুখীতে প্রায় দু' কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু হয়েছে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্প। যেখানে সোনামুখী শহরের ১৫টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি রাস্তায় Street Light লাগানো হবে। যে কারণে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে একটি সংস্থার হাতে এই কাজের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়েই ব্যাপক দুর্নীতি সামনে আসে । অভিযোগ Street

Light এর স্টিলের পোলগুলি যেখানে ১৩৩ কেজি হওয়ার কথা রয়েছে টেন্ডারে সেখানে ওজন করে দেখা যাচ্ছে এই পোলগুলির ওজন কোনটা ৭০ কিলো কোনওটা ৭৫ কিলো। যে পরিমাণে গর্ত করে ফাউন্ডেশন করে এই পোলগুলি লাগানোর কথা, সেখানে ব্যাপক গরমিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে কারণেই বেশ কিছু শাসক দলের কাউন্সিলর এবং পুর বোর্ডের বিরোধী দলনেতা এবং পুরসভার সাধারণ মানুষ এই কাজ আটকে দেন। তাদের দাবি, অ্যাস্টিমেট অনুযায়ী কাজ করুক সংস্থা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি করেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিরোধী কাউন্সিলর।

মাসখানেক আগে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি একটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে এই কাজে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একটি ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠায়। বৃহস্পতিবার যখন এই কাজ বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই গরমিলের অভিযোগ তুলে সরব কাউন্সিলররা। আটকে দেওয়া হল কাজ।

এই কাজে ব্যাপক গরমিল হচ্ছে একথা স্বীকার করে নেন সোনামুখী পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জি। তার দাবি, এই দুর্নীতির সঙ্গে যে বা যারা জড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। এই বিষয়টি নিয়ে বরাত পাওয়া এজেন্সির কাছে জানতে চাইলে তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। এই নিয়ে ব্যাপকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি। তিনি বলেন, 'এখানে দুর্নীতি হচ্ছে আমি আগেই ফেসবুকে পোস্ট করে বলেছিলাম। তৃণমূল কংগ্রেস মানেই দুর্নীতি। তাই সোনামুখীর মানুষকে বলব যেখানে তৃণমূলের দুর্নীতি দেখবেন সেখানে প্রতিবাদ করুন।'

পঞ্চায়েত অফিসে সাজেশন-কমপ্লেন বক্সের প্রচলন পশ্চিম বর্ধমানে প্রথম

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: সম্ভবত পশ্চিম বর্ধমানের এই প্রথম কোনও পঞ্চায়েত অফিসে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বসানো হয়েছে কমপ্লেন বক্স ও সাজেশন বক্স। এমন বহু মানুষ আছেন যারা সরাসরি তাদের অভাব অভিযোগের কথা পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন না, এমনকি সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে অক্ষম সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগের একটি পত্র কমপ্লেন বক্সে ফেলে দিয়ে এলেই কাজ শেষ। নিয়ম করে কমপ্লেন বক্স খুলে প্রত্যেকদিন প্রধান দেখেন এবং অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এমনই চিত্র দেখা গেল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত অফিসে।

গোগলা পঞ্চায়েতের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, তাদের অভিভাবক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদ্যোগকেই তারা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন জেলা সভাপতি নির্দেশেই তারা কমপ্লেন বক্স ও সাজেশন বক্সের প্রচলন করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি জানান গোগলা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদী এবং পঞ্চায়েতের অন্যান্য আধিকারিকরা যত্ন সহকারে এলাকার মানুষের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

গৌতমবাবু জানান, এলাকায় বহু শিক্ষিত এবং রবীন্দ্র শিক্ষক রয়েছেন যারা তাদের সাজেশন দিতে পারেন পঞ্চায়েত অফিসের সাজেশন বক্সে। কী ভাবে পঞ্চায়েত অফিসের পঞ্চায়েতের কার্যকে আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জন্যই এলাকার বিজ্ঞ শিক্ষিত লোকেদের থেকে সাজেশন পাওয়ার কামনায় এই সাজেশন বক্স বলে তিনি জানান।

এই ধরনের পরিষেবা পেয়ে এলাকার মানুষ ভীষণ খুশি। এই বিষয়ে এলাকার এক চাষি ও রমা পদ ঘোষ জানান, অনেক সময় সরকারি পরিষেবা পেতে বেগ পেতে হয় কিন্তু এই ধরনের কমপ্লেন বক্স পদ্ধতি চালু হওয়ায় তাদের ভীষণ উপকার হচ্ছে। এই ধরনের পরিষেবা দিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিসকে পথ দেখাবে গোগলা পঞ্চায়েত এমনটাই ধারণা এলাকার একশ্রেণীর মানুষের।

রাস্তা ও পানীয় জলের অভাবে দুর্ভোগ রায়নায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-২ নম্বর ব্লকের পহলানপুর অঞ্চলের বিনোদপুর গ্রামে রাস্তা ও পানীয় জলের সংকটে নাকাল গ্রামবাসীরা। রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্প ক্ষ্মপথশ্রীক্ষ্ম চালু থাকলেও গ্রামের রাস্তার

বেহাল অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। ফলে ভোগান্তিতে পড়ছেন স্থানীয়রা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল সংকট চলছে, যার ফলে রমজান মাসেও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পানীয় জল প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও সেটি এখনও কার্যকর হয়নি। মৌসুমী নামের এক গ্রামবাসী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, 'যদি পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা হয়, তা হলে আমরা অনেকটা স্বস্তি পাব।' একই গ্রামের আজমিরা বেগম জানান, 'রোজার মাসে যদি পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়, তা হলে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

এলাকার রাইস মিল শ্রমিকদেরও অভিযোগ, রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে মিলগুলিতে ধান পরিবহণ ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে কর্মসংস্থানও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শ্রমিক সুদীপ নায়েক বলেন, 'রাস্তা ভালো না থাকায় ঠিকমতো ধানের গাড়ি ঢুকতে পারছে না, ফলে মিলের কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।' এলাকাবাসীরা সরকারের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন, যাতে রাস্তা ও পানীয় জলের সমস্যা মিটিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়।

পানীয় জল ও রাস্তা সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে পহলানপুর অঞ্চল প্রধানের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। শুধু জানিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পাঁচগ্রাম শাখা
গ্রাম - পাঁচগ্রাম, হাটতলা, পো. পাঁচগ্রাম, থানা - নবগ্রাম
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৮৪

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.১২.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - শ্রী আবদুল আজিম রহমান (স্বত্বাধিকারী)** পিতা মহ. মীনাজুর গ্রাম - পাঁচগ্রাম, পো. পাঁচগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিনকোড - ৭৪২১৮৪, **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা - শ্রীমতী রোকেয়া বেগম,** স্বামী আবদুল আজিম রহমান গ্রাম - পাঁচগ্রাম, পো. পাঁচগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিনকোড - ৭৪২১৮৪, **ক্যাশ ক্রেডিট (৫০২৭৩১৭৬৬৮৪) পাঁচগ্রাম শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,৫০,৮৩০.০৪ টাকা** (পনের লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশ তিরিশ টাকা এবং চার পয়সা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঁচগ্রাম শাখার** নিকট বকেয়া **১৫,৫০,৮৩০.০৪ টাকা** (পনের লাখ পঞ্চাশ হাজার আটশ তিরিশ টাকা এবং চার পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : পাঁচগ্রাম, জেএল নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ১০৭৮৮, এলআর প্লট নং ৯৮৫২, জমির এরিয়া ২ ডেসিমেল, পাঁচগ্রাম, পো : পাঁচগ্রাম, থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল ৪২৩৭ তারিখ ২০.১১.২০১২, এবং রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নবগ্রাম, **সম্পত্তি শ্রীমতি রোকেয়া বেগম,** স্বামী আবদুল আজিম রহমান এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মহ ইসমাইল মন্ডল এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মোখাব বীর হোসেন এবং মহ ইসমাইল মন্ডলের সম্পত্তি, পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : ৪ ফুট নন মেটাল লেন।

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পাঁচগ্রাম — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মহামান্য ন্যাশনাল
কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
সি.পি. (সিএএ) নং ১৮/কেবি/২০২৫
সংযুক্ত
সি.এ. (সিএএ) নং ২০২/কেবি/২০২৪
এবং
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৬ সালের কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেশ, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলসের রল ১৬(১) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
কৃপা এজেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U51109WB1995PTC068826),** রেজিস্টার্ড অফিস ৪৫ লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন
.... **আবেদনকারী কোম্পানি নং ১**
এবং
আরডিবি টু থাউজ্যান্ড প্লাস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি **(CIN : U92132WB1985PTC038440),** রেজিস্টার্ড অফিস ৪৫ লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত উক্ত অধিক্ষেত্র অধীন
.... **আবেদনকারী কোম্পানি নং ২**

আবেদন নোটিশ
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০ থেকে ২৩২ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুলস ("রুলস") অধীনে **কৃপা এজেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড** (হস্তান্তরকারী কোম্পানি / আবেদনকারী নং ১) এবং **আরডিবি টু থাউজ্যান্ড প্লাস প্রাইভেট লিমিটেড** (অধিগ্রহণকারী কোম্পানি/আবেদনকারী নং ২) এর এক সম্মিলিত সংযুক্তি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উল্লিখিত আবেদনকারীগণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে আবেদন দাখিল করেছে এবং মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে।
যেকোনও ব্যক্তি উক্ত আবেদনের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে **ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ, ৫ এসপ্লানেড রো (পশ্চিম) বি.বি.ডি বাগ, কলকাতা - ৭০০০০১ পশ্চিমবঙ্গ** সমীপে এবং আবেদনকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের নিকট তাদের উদ্দেশ্য সম্বলিত নোটিশ নিজ বা তাদের আইনজীবী দ্বারা স্বাক্ষরিত নাম এবং ঠিকানা সহ আবেদনকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের নিকট শুনানির তারিখে অন্যূন **২ (দুই) কাজের দিন পূর্বে** পাঠাতে হবে, বিরোধিতা করতে চাইলে বিরোধিতার কারণ অথবা হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে নোটিশের একটি কপি পাঠাতে পারেন।
আবেদনের কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নির্ধারিত শুল্ক আদায় দিয়ে যেকোনও ব্যক্তি সংগ্রহ করতে পারেন।
তারিখ ৭ মার্চ ২০২৫
স্বা/-
কোশল আগরওয়াল
(আবেদনকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি)
২৩, গঙ্গাধর বাবু লেন, ৪র্থ তল, রুম নং ৩ ই
কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

BANDEL THERMAL POWER EMPLOYEES' CO-OPT. STORES LTD
Address:-Bandel Thermal Power Station Township
Po-Tribeni, Dist-Hooghly, Pin-712503.
REGD NO-149HG DT.22.12.1964.

All the members of above named society are hereby informed that in terms of the order no 132 of The Returning Officer, Hooghly Range, dated 29.01.2025 Election of Board of Directors of the above named society will be held on 27.04.2025 in Special General Meeting. For Details Please see the notice Board of the Society.

(Arupam Mandal) — **(Prabir Pandey)**
Assistant Returning Officer — **Assistant Returning Officer**

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
রহড়া প্লাজা, ২য় তল, মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড, জে সি ঘোষ সরণি চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি - ৭১২৪১৫, ইমেল : sbi.64153@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. No. 37145549394 (HBL), 3853712974 (TOP UP), 38087735079 (TOP-UP) এবং 37145590669

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০২.০১.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী জয়ন্ত কুমার কাহালি, পিতা প্রয়াত বিনয় বিকাশ কাহালি এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী উজ্জ্বলা কাহালি, স্বামী শ্রী জয়ন্ত কুমার কাহালি, ৫৯, সুকান্ত নগর, পো - অঙ্গাস, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২২১** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৯,৯৯,৪৯৫.৪২ টাকা (উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশ পঁচানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) ০২.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া** নিকট বকেয়া **১৯,৯৯,৪৯৫.৪২ টাকা (উনিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশ পঁচানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা)** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি আনুমানিক **০২ কাঠা ৩৯ বর্গফুট** (স্বত্ব দলিল নং ২২৪০/১২ অনুযায়ী) এবং **০১ কাঠা ০২ ছটাক ২৪ বর্গফুট** (স্বত্ব দলিল নং ১৮২৫/১৬ অনুযায়ী), তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা গৌরহাটি চাঁপদানি, জেএল নং ২১, আরএস দাগ নং ১১৩, আরএস খতিয়ান নং ২৩৩, এলআর দাগ নং ২২৮/৭১৩১, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৯০, পুরসভা হোল্ডিং নং ৫৯, সুকান্ত নগর, চাঁপদানি পুরসভা অধীন, থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি।

তারিখ - ০৫.০৩.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - চুঁচুড়া — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৬.০৩.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	১) **শ্রী কিশান কুমার গানেরিওয়াল** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫, আরও ঠিকানা : ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট -৩৭০২,রুবী হসপিটালের নিকট, কলকাতা ২) **শ্রীমতি আঁচল গানেরিওয়াল** (ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা) ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫, আরও ঠিকানা : ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট -৩৭০২,রুবী হসপিটালের নিকট, কলকাতা ৩) **শ্রী অর্চিত গানেরিওয়াল,** (সহ ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা) ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫, আরও ঠিকানা : ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট -৩৭০২,রুবী হসপিটালের নিকট, কলকাতা ৪) **শ্রীমতি জ্যোতি গানেরিওয়াল,** (সহ ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা) ১৬৭/১/৩সি, ক্লাব টাউন গ্রিনস, যশোর রোড, লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫, আরও ঠিকানা : ৭৮৩, আনন্দপুর রোড, আরবান এনআরআই কমপ্লেক্স, টাওয়ার-২, ফ্ল্যাট -৩৭০২, রুবী হসপিটালের নিকট, কলকাতা। **শাখা : আলিপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ কাঠা (৬.৬১ ডেসিমেল) এবং তদস্থিত নির্মাণ জেএল নং ১৫৩, তৌজি নং ৬৩ এবং ৬৪, আরএস দাগ নং ২৭৯, এলআর দাগ নং ৩৫০২, আরএস খতিয়ান নং ১৩০, এলআর খতিয়ান নং ৪০০০/১, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৪৪৬৩, মৌজা : আঁধারমানিক, আঁধার মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঢাকা এরিয়া একতলা ১৭৬৭.৪৮ বর্গফুট, দোতলা ঢাকা এরিয়া ২১১৬.৬৬ বর্গফুট, তিনতলা ঢাকা এরিয়া ২১১৬.৬৬ বর্গফুট। **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** ধীরেন্দ্র নাথ নস্করের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৩৫ ফুট চওড়া বারুইপুর রোড, **পূর্বে :** মন্টুরাম নস্করের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দেবলা নস্করের সম্পত্তি।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ৬৮,৭৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ৬,৮৭,৮০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB030245373639 ছ) ১,৪০,২৪,২৫২.০০ টাকা (এক কোটি চল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার দুশো বাহান্ন টাকা) ০৬.০৩.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
২	১) **মেসার্স ফ্লেক্সিটেক অটোমেশন সার্ভিসেস** (অংশীদারি সংস্থা) রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ২১৪ (দোতলা) মিলন নগর, চিংড়িঘাটা ক্রসিং সল্ট লেক সেক্টর ৪ এর নিকট, কলকাতা : ৭০০০৯৮। আরও ঠিকানা : ১১৯/১ প্রিন্স গুলাম হোসেন শাহ রোড, সিটি গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১১, ২য়তল, কলকাতা : ৭০০০৩২, আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর -সি, পকেট-৯, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি -১১০০৭০। ২) **শ্রী অনিন্দ্য সেন** (অংশীদার এবং জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর -সি, পকেট-৯, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি -১১০০৭০। ৩) **শ্রীমতি সুতপা সেন** (অংশীদার, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী শ্রী অনিন্দ্য সেন, ফ্ল্যাট নং ৯০৬৭, সেক্টর -সি, পকেট-৯, বসন্ত কুঞ্জ, নিউ দিল্লি -১১০০৭০। **শাখা : আলিপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ইউনিট নং এল-১ (উত্তর পূর্ব দিকে), ব্লক সি, দোতলায়, বিল্ট আপ এরিয়া ৯০৮ বর্গফুট কমবেশি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স জি-৩ (চারতলা ভবন) নাম সিটি গ্রিন, নির্মিত বিভাজিত পুরসভা চিহ্নিত প্রেমিসেস নং ১১৯/১, প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোড, কলকাতা ৭০০০৩২, কলকাতা পৌর সংস্থার অধীন, থানা : যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ে উল্লিখিত সম্পত্তি শ্রী অনিন্দ্য সেন এবং শ্রীমতি সুতপা সেন এর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল ০১৪৩৪ তারিখ ১৪.০২.২০০৮। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী রায়ের ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ফ্ল্যাট।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ৫৫,৪০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,৫৪,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB030104920041 ছ) ২,৫৯,২০,৬৩৫.০০ টাকা (দুই কোটি উনষাট লাখ কুড়ি হাজার ছশো পঁয়ত্রিশ টাকা) ০৬.০৩.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তির ভিডিও | ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-নিলাম ওয়েবসাইট https://baanknet.com

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৬.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৩.২০২৫ এবং ২১.০৩.২০২৫

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের বিস্তারিত : অনুমোদিত অফিসার এবং শাখা ম্যানেজার : ৮২৪৯২১৮৬৪৯
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ০৫.০৩.২০২৫, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি — তারিখ : ১৫/০২/২০২৫

১) শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড, (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদার), পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯
২) শ্রী সোমনাথ ঘোষ, (ব্যক্তিগত জামিনদার), ১৫৪, বি.কে.পাল অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০৫
৩)সান ফাইটো কেমিক্যালস লিমিটেড, (কর্পোরেট জামিনদার), ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১।
৪) শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেল্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট জামিনদার), ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১।
৫) বিশ্বরূপা স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট জামিনদার), ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১।
৬) সরকার গ্রে আয়রন প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট গ্যারান্টর), ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১।

থেকে,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা -২, ১০ম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,
বিষয় :- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট: মেসার্স বিশ্বরূপা টিউবস প্রাইভেট লিমিটেড
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন ১৫.০২.২০২৫তারিখের জারি করা বিজ্ঞপ্তি এবং শিরনামিত অ্যাকাউন্টে ০২.০৯.২০১৩ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি সহ পঠিত সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর বিধানের অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশন নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন উল্লিখিত বিধিগুলির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুযায়ী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে:

ক্র. নং	সিকিউরিটি(গুলি) -এর বিবরণ	সংরক্ষিত মুল্য (টাকায়)	বায়না টাকা জমা (টাকায়)
১.	বাণিজ্যিক ভবন অফিস রুম নং ৩০৫, ৩য়তলে এবং অফিস রুম নং ৪০৫, ৪র্থতলে এর অংশ, ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, মনোহর পুর , ডানকুনি রেল গেট নং ০৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা ডানকুনি, হুগলি ৭১২৩১১, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা (আধা শহর), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫৫৪ বর্গফুট, দলিল নং ১৪৪৬ -২০১১ সালের, স্বত্বাধিকারী সম্পত্তির : বিশ্বরূপা টিউবস প্রা লি। চৌহদ্দি : উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : সিঁড়ি, পূর্বে : করিডর, পশ্চিমে : খালি জায়গা।	১,৮২,০০,০০০.০০	১৮,২০,০০০.০০

আমরা এতদ্বারা আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

তারিখ: ০৭.০৩.২০২৫ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি — তারিখ : ১৯.০২.২০২৫

১) **শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড, (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদার),** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, তৃতীয় ফ্লোর, বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯।
২) **শ্রী সোমনাথ ঘোষ, (ব্যক্তিগত জামিনদার),** ১৫৪, বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০৫
৩) **সান ফাইটো কেমিক্যালস লিমিটেড, (কর্পোরেট জামিনদার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১।
৪) **শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেল্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট জামিনদার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১।
৫) **বিশ্বরূপা স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট জামিনদার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, তৃতীয় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১।
৬) **সরকার গ্রে আয়রন প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড, (কর্পোরেট গ্যারান্টার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১।
৭) **সুষমা থার্ড, (ব্যক্তিগত গ্যারান্টার),** পি-৬৪ ব্রাইট স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, বালিগঞ্জ, কলকাতা ৭০০০১৯।
৮) **স্কাইরাইজ ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট গ্যারান্টার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১
৯) **বিশ্বরূপা রোলিং মিলস প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট গ্যারান্টার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১।
১০) **বিশ্বরূপা কাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড, (কর্পোরেট গ্যারান্টার),** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১।

থেকে,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,
স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা -২, ১০ম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

প্রিয় মহাশয়,
বিষয় :- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অধীনে স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট: মেসার্স বিশ্বরূপা স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন ১৯.০২.২০২৫তারিখের জারি করা বিজ্ঞপ্তি এবং শিরনামিত অ্যাকাউন্টে ২৫.০২.২০১৪ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিধিগুলি সহ পঠিত সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর বিধানের অধীনে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশন নীচে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন উল্লিখিত বিধিগুলির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুযায়ী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যা বিক্রি করা হবে:

ক্র. নং	সিকিউরিটি(গুলি) -এর বিবরণ	সংরক্ষিত মুল্য (টাকায়)	বায়না টাকা জমা (টাকায়)
১.	বাণিজ্যিক ভবন অফিস রুম নং ৪০৫, ৪র্থতলে , ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, মনোহরপুর , ডানকুনি রেল গেট নং ০৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা ডানকুনি, হুগলি ৭১২৩১১, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা (আধা শহর), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০৪.৮ বর্গফুট, দলিল নং ১৭৮১ -২০১১ সালের, স্বত্বাধিকারী সম্পত্তির: বিশ্বরূপা স্টিল প্রা লি। চৌহদ্দি : উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : সিঁড়ি, পূর্বে : করিডর, পশ্চিমে : খালি জায়গা।	৩,৬০,০০,০০০.০০	৩৬,০০,০০০.০০

আমরা এতদ্বারা আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

তারিখ: ০৭.০৩.২০২৫ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৩.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২১.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩,৫৫,১৫,৮০২.০০ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ, এনপিএ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি. রেজি. অফিস - ১৩/৩, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৬, ডিরেক্টর, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ - জৈনাব খালিদ (প্রথম স্ত্রী),** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **আইনি উত্তরাধিকারীগণ - ১) খালিকোয়া এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **২) মদীহা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **৩) শিফা এবাদুল্লাহ** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ **সকলের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ১২সি, টাওয়ার ১, হার্টেজ সৃজন পার্ক, ৭২এ, তিলজলা রোড (ডন বসকো স্কুলের নিকট, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৪) মহ. সানাউল্লাহ,** পিতা প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, মুসলিম বস্তি, যতীনগড়, থানা - জগন্নাথপুর, পশ্চিম সিংভূম, ঝাড়খন্ড - ৮৩৩২১৪ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **৫) সাবিয়া রহমান,** স্বামী প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ, ১৯, উস্তাদ এনায়েত খান এভিনিউ, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৭ **৬) সিদ্দিকা বানু,** প্রয়াত খালিদ এবাদুল্লাহ-র মা, **ঠিকানা** - মৌলানাগোদা, পো. এবং থানা - ছামপুয়া, কেওনঝর, ওড়িশা - ৭৫৮০৪১ **এবং** ৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন, থানা - তপসিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৬ **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা - তানবীর এবাদুল্লাহ,** মেসার্স ক্রিসেন্ট সেফটিমার্ট এক্সপোর্ট প্রা. লি., ৩, মেহের আলি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	বসবাসের ভবন : হোল্ডিং নং ১০৬, মৌজা : গোবরা,৭এ, মহেন্দ্র রায় লেন,ওয়ার্ড নং ৫৯-কেএমসি অধীন, থানা : বেনিয়াপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৪৬ (মেট্রো), ২ কাঠা ২ ছটাক ২১ বর্গফুট।	ক) ১,৭৬,২৭,০০০.০০ টাকা খ) ১৭,৬২,৭০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
২.	বসবাসের ফ্ল্যাট : একতলা ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ৪১, তালপুকুর, বাঘাযতীন রোড, থানা : যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬, (মেট্রো), : ১০২০ বর্গফুট, ক্রিসেন্ট এক্সপোর্ট কোম্পানী অধীন, স্বত্ব দলিল নং ১-০৪৭৭, রেজিস্ট্রিকৃত ০৪ মার্চ -০৪ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ।	ক) ১৮,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮৬,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৩.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৩য়তল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ : ১২০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৫০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩ নভেম্বর ০৬ তারিখে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।	ক) ২২,৯০,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৯,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	বসবাসের ফ্ল্যাট : প্রেমিসেস নং ৪১, ৪র্থতল, তালপুকুর, থানা : যাদবপুর, বাঘাযতীন রোড, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৬ (মেট্রো), : ৬০০ বর্গফুট খালিদ এবাদুল্লাহ এর স্বত্বাধীনে (প্রয়াত), স্বত্ব দলিল নং ১-১৫২৪৯, রেজিস্ট্রিকৃত ১৭ নভেম্বর -০৬ তারিখে, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে।	ক) ১১,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৪,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.০৩.২০২৫ — স্বত্ব দখলীকৃত — যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫ — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আন্দোলনে বন্ধ দেউচা-পাচামির কয়লাখনির কাজ, আটক আদিবাসী নেতারা, বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বাহাত্তর ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলেও কাটল না জট, যার জেরে বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে টানা তিন দিন ধরে বন্ধ রয়েছে কয়লা খনির কাজ। স্থানীয় আদিবাসীদের লাগাতার আন্দোলনের কারণে খনন কার্য বন্ধ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখ তে প্রশাসন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করেছে এবং আটক করা হয়েছে আদিবাসী নেতাদের।

বৃহস্পতিবার বোলপুর থেকে দেউচা-পাচামিতে যাচ্ছিলেন আদিবাসী নেতারা। কিন্তু অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের থানায় ডেকে আটক করে। বিক্ষোভের আঁচ যাতে বাইরে না ছড়ায়, সে কারণে পুরো এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এশিয়ার সর্ববৃহৎ কয়লা খনির খনন কাজ এই আন্দোলনের ফলে তিন দিন ধরে স্থগিত। স্থানীয় বাসিন্দারা ভিটেমাটি ছাড়তে রাজি নন এবং নিজেদের জমি, জঙ্গল ও জীবিকার অধিকার রক্ষার দাবিতে সরব হয়েছেন।

বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, ‘আমরা শিল্পের বিরোধী নই, তবে শিল্পের নামে আদিবাসীদের জমি, জল ও জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কয়লা শিল্পের আড়ালে পাথর উত্তোলনের পরিকল্পনা চলছে, তাই আদিবাসী সমাজ একজোট হয়ে প্রতিবাদ করছে। আন্দোলন যাতে বাইরে না যায়, সেই কারণে ইন্টারনেট বন্ধ রাখ া হয়েছে।’

গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি প্রকল্প শুরুর ঘোষণা করেন। তার জন্য ইতোমধ্যে গ্লোবাল টেন্ডারও আহ্বান করা হয়েছে। তবে ঘোষণার পর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। খনির জন্য ৩,৪০০ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, যার ফলে ২০টি গ্রামের ২১,০০০ মানুষকে স্থানান্তর করা হবে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এলাকাবাসীর দাবি, এই খনি হলে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল, জলাভূমি ও চারণভূমি ধ্বংস হবে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী জমিদাতাদের চাকরি, আর্থিক প্যাকেজ ও পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিলেও, বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। তাই তাঁরা আন্দোলনে অটল রয়েছেন।

শিবু সরেনের নেতৃত্বে একদল আদিবাসী নেতা বোলপুর থেকে দেউচায় যাওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, তার আগেই পুলিশ তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখে। শিবু সরেনের অনুগামী বিশ্বনাথ কিস্কু ও রাম সরেন বলেন, ‘আমাদের শিবু দাকে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে। দেউচায় আমাদের আদিবাসী ভাইবোনদের উপর অন্যায় করা হচ্ছে।’

বিক্ষোভকারীরা প্রশাসনিক কর্মীদের সরিয়ে খননের যন্ত্রপাতি তাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রাম প্রধানদের আলোচনায় বসার জন্য আহ্বান জানানো হলেও, কেউ তাতে রাজি হননি। সব মিলিয়ে, আদিবাসী আন্দোলনের জেরে দেউচা-পাচামির কয়লা খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিলেও, আদিবাসী নেতারা আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মধ্যমগ্রাম খুনের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রাম খুনের ঘটনায় বুধবার ফাল্গুনী এবং আরতিকে নিয়ে এসে আরও একবার পুনর্নির্মাণ মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশের। পুলিশ ফাল্গুনী ও আরতিকে বারাসাত আদালত থেকে সাত দিনের হেপাজতে নিয়ে মধ্যমগ্রামের বিরেশপল্লির যে বাড়িতে খুনের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল সেই ভাড়াবাড়িতে পরপর পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে গোটা ঘটনার তদন্ত করেন। প্রথম দিন পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো উদ্ধার করেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পারেন।

এদিন মূলত খুন করার পর বাড়ি থেকে অস্ত্রগুলিকে কী ভাবে পুকুরে ফেলেছিলেন আরতি ও ফাল্গুনী এবং তারপর বীরেশপল্লির মোড় থেকে প্রথমে ভ্যান ডেকে দোলতলা মোড় এবং তারপর সেখান থেকে ট্যাক্সিতে করে কুমোরটুলি ঘাটের উদ্দেশ্যে কী ভাবে ট্রলি ব্যাগে মৃতদেহ নিয়ে পৌঁছলো মা ও মেয়ে তা পুনর্নির্মাণ করে পুলিশের সামনে দেখেন দুই অভিযুক্ত।

ভ্যানচালক জানান, সেদিন ভোরে ১৩০ টাকার বিনিময়ে তিনি বিরেস পল্লী থেকে দোলতলা মোড়ে এসেছিলেন এবং ট্যাক্সিচালক জানান, ‘৭০০ টাকা চেয়েছিলাম, ওই দুই মহিলা বলেছিল ৫০০ টাকা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে ৬০০ টাকা ভাড়ায় তিনি কলকাতা কুমারটুলি ঘাটে যান। পুরো ঘটনা পুলিশের সামনে অভিনয় করে দেখান মা ও মেয়ে।’

বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃহস্পতিবার পাটাশিমুল অঞ্চলের গোবিন্দপুর গ্রামে পৌঁছে সেখানকার সংকল্প সংস্কৃতি শিক্ষা নিকেতন নামে একটি বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঝাড়গ্রামে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এলাকার আদিবাসীদের বিভিন্ন ব্যবহারিক জিনিসপত্রের প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পর ওই বেসরকারি সংস্থার একটি গোশালার উদ্বোধন করেন। বিগত সাত বছর এলাকার ছাত্রছাত্রীদের বিনা খরচায় পড়াশুনোর সুযোগ করে দেওয়া গোবিন্দপুরের এই শিক্ষা নিকেতনের উচ্চ শ্রেণীর ক্লাস রুমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যপাল।

পাটাশিমুল এলাকায় স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলি আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে শুনে রাজ্যপাল বলেন, ‘অন্যায় ভাবে যারা আদিবাসীদের জমি নিয়ে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। কারণ আদিবাসীরা আমাদের দেশের প্রাচীনতম জনজাতি। তাদের সঠিক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন হওয়া উচিত। এগুলি আমাদের দেখতে হবে। আমাদের দেশে সাংবিধানিক প্রধান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। তার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে।’ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের তিনি মিষ্টি ও চকলেট বিতরণ করেন।

তিন মনীষীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন বিশেষ পুজোপাঠ গোঘাটের ডাক বাংলোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রিত গোঘাটের কামারপুকুর ডাক বাংলোয় প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি হল বৃহস্পতিবার। ৬ই মার্চ এই তিন মনীষীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই মতো বছর ঘুরে একই দিনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোপাঠ হয়। কামারপুকুর হল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। এই স্থানেই গড়ে উঠেছে কামারপুকুর মঠ ও মিশন। তাই প্রতিদিনই কয়েক হাজার পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে কামারপুকুরে। এই পবিত্র ভূমিতে হুগলি জেলা পরিষদের ডাক বাংলোয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। সেটি ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হুগলি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে হয়। এদিন ছিল প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন। তাই বিশেষ পুজোপাঠের ব্যবস্থা করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন, হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্যা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা, সাংসদ মিতালি বাগ, আরামবাগ মহকুমা শাসক রবি কুমার মিনা সহ বিশিষ্টজনেরা। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা বলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থানে হুগলি জেলা পরিষদের ডাক বাংলো রয়েছে। এই ডাক বাংলোয় প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত মূর্তির প্রান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৬ ই মার্চ। তাই এই দিন টাকে আমরা স্মরন করি। এই বছরও বিশেষ পুজোপাঠের মাধ্যমে স্মরণ করা হল।

আরামবাগের মহকুমা শাসক রবি কুমার মিনা বলেন, এখানে এসে ভাল লাগছে। সকলে মিলে কামারপুকুরের উন্নয়নে কাজ করা হবে। অপরদিকে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, গত বছর এই দিন ঠাকুরের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই এই দিনে পুজোপাঠ হচ্ছে। ঠাকুরের দেশে আসতে পেরে ভালো লাগছে। কামারপুকুরের মেয়ে হিসাবে এসেছি।সবমিলিয়ে এদিন কামারপুকুর ডাক বাংলোয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পুজোপাঠ হয় এবং বিশিষ্টজনেদের পাশাপাশি সাধারণ ভক্তরাও উপস্থিত ছিলেন।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু ৩ টোটো যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল ৩ টোটো যাত্রীর। জখম হয়েছেন এক টোটোচালক। আহত চালকের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বৃহস্পতিবার সকালে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার দেওতলা এলাকার মালদা - বালুরঘাট রাজ্য সড়কে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক লরিটি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক বলে অভিযোগ। সাতসকালে এই পথ দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার রাজ্য সড়কেই ব্যাপক যানজট বেধে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দেওতলা এলাকায় পৌঁছয় গাজোল থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে যানজট পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম ললিত ভুইমালি (৬০), আলতাফ হোসেন (৪২) , শামসুদ্দিন শেখ (৬০)। পাশাপাশি আহুতের নাম নিজামুদ্দিন শেখ (৫৫) এদের বাড়ি গাজোলের দেউতলা এলাকার হিয়াঘর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন টোটোতে করে এরা সবজি, মাছ নিয়ে গাজোল বাজারে যাচ্ছিলেন বেচাকেনা করতে। উল্টো দিক থেকে বালুরঘাটগামী একটি লরি দ্রুতগতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ওই টোটোতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে টোটোটি দুমড়ে মুছরে যায় । সেখানেই মৃত্যু হয় তিনজনের। টোটো চালক গুরুতর জখম হন।

এদিকে সাত সকালে এমন পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের লোকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঐই এলাকায় ট্রাফিক মোতায়নের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতের পরিবার প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ দেওতলা এলাকার তিনজন মাছ ও সবজি ব্যবসায়ী টোটো নিয়ে গাজোল বাজার যাচ্ছিলেন। গাজোল যাওয়ার পথেই বালুরঘাট গামী একটি লরি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে গাজোল থানার পুলিশ ছুটে যায়। মৃতদেহগুলোকে উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। একজন আহতকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক লরির খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

জাল আধার ও প্যান কার্ডে ভারতে বাংলাদেশি সহ ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এক বাংলাদেশি সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করল হিলি থানার পুলিশ। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি এ বিষয়টি নিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ।

জানা গিয়েছে, ধৃত ওই বাংলাদেশির নাম শ্যাম কুমার সাহা (৪২)। বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ এলাকায়। অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করে তিনি জাল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করে ফেলেছিলেন। অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করার পর হিলি ব্লকের ডাবরা এলাকার বাসিন্দা অমৃত দাস নামে এক ভারতীয় বাসিন্দার বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাকে অবৈধ ভাবে আধার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করতে সাহায্য করেছিল আলোক পাল নামে আর এক ভারতীয় নাগরিক। আলোক পাল পেশায় একজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অস্থায়ী কর্মী। ২২ হাজার টাকার বিনিময়ে ওই বাংলাদেশি নাগরিকের ভারতীয় প্যানকার্ড ও আধার কার্ড তৈরি করে দিয়েছিলেন। পুলিশি জেরায় তিনি একথা স্বীকারও করেছেন। তাদের দুজনকেও আটক করেছে হিলি থানার পুলিশ। পাশাপাশি এই চক্রের পেছনে আর কেউ রয়েছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

এবিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ জানান, ‘গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছিলাম একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিলি এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে অবৈধভাবে রয়েছেন। সেখানকার বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গেও তিনি যুক্ত রয়েছেন। ঘটনার তদন্তে নেমে আমরা জানতে পারি হিলি এলাকারই বাসিন্দা অমৃত দাসের বাড়িতে তিনি থাকছিলেন। সেখ ানে তিনি মাছের দেখাশোনার কাজ করতেন। পরবর্তীতে আমরা আরও জানতে পারি অমৃত দাসের সহযোগিতায় তিনি জাল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বানিয়েছিলেন। যার কাছ থেকে জাল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করেছিলেন সেই ব্যক্তিকেও আমরা আটক করি। তার নাম অলক পাল। ধৃত তিন জনকে আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

বিধায়িকার অভিনব উদ্যোগ, চাষে কৃষকরা

কৃষিক্ষেত্রে রাজ্যে প্রথম রেন ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন

সুমন তালুকদার ● স্বরূপনগর

পাম্পের মাধ্যমে জমিতে জল সেচ দিয়ে চাষ স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু জলমগ্ন চাষের জমি থেকে পাম্প দিয়ে জল সরিয়ে সেই জমিতে চাষ অভিনব। বিশেষজ্ঞদের দাবি, রাজ্যে এমন উদ্যোগ সর্বপ্রথম। কৃষক স্বার্থে অভিনব এই উদ্যোগে নজর কেড়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের বিধায়িকা বীণা মণ্ডল। রাজ্য সরকারের এমন প্রচেষ্টায় উপকৃত হচ্ছেন বহু কৃষক।

এদিন বর্ষায় জল জমে থাকায় চাষ বন্ধ করে দিতে হত। ফি-বছর এমন পরিস্থিতিতে পড়ে সর্বশান্ত হতে হচ্ছিল প্রায় সাড়ে চারশো কৃষক পরিবার। বর্ষা ও শীতের মরসুমে চাষ ব্যহত হহচ্ছিল। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ‘রেন ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন’ বসিয়ে, সেচের মাধ্যমে জমা জল সরিয়ে আবার চাষে ফিরলো কৃষকেরা। স্বরুপনগরের বিধায়িকা বীণা মণ্ডলের উদ্যোগে বর্ষা ও শীতের মরশুমে আবার চাষ শুরু হল স্বরুপনগরের ঘোলা এলাকায়। চাষ শুরু হতেই কৃষকদের মুখে ফিরলো চওড়া হাঁসি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরুপনগরের বিধায়িকাকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি কৃষক পরিবারের সদস্যরা।

স্বরূপনগরের ঘোলা গ্রামের মধ্যে ও আশপাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে ইছামতী ও যমুনা নদী এবং পদ্মা খাল। স্থানীয় সমাজসেবী দীনবন্ধু মণ্ডল জানান, ‘নদীর জল থেকে গ্রাম ও মানুষকে বাঁচাতে প্রায় ৮ কিলোমিটার বাঁধ দিয়ে ঘেরা আমাদের গ্রাম।’ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দীর্ঘদিন নদী সংস্কার না করায় পলি পড়ে নদীর নব্যতা কমেছে। অতিমাত্রায় কমেছে নদীগুলির জল ধারণ

ক্ষমতা। বর্ষার সময় নদীর জলস্তর, ঘোলা গ্রামে বর্ষায় জমে থাকা জলস্তরের তুলনায় বেশি থাকে। ফলে গ্রামের জল সুইচ গেটের মাধ্যমে নদীতে যায় না। বরঞ্চ নদীর জলস্তর বেশী থাকায় সুইচ গেট খ ুলে দিলে নদীর জলে গ্রাম ও চাষের জমি আরও প্লাবিত হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই বর্ষার জল জমে থাকত গ্রামে ও চাষের জমিতে। সে কারণে গ্রামের ১৫-১৬ শো বিঘে জমির চাষ বন্ধ হয়েছিল। গ্রামে জল জমে থাকায় চাষের ক্ষতি হচ্ছিলো। সমস্যায় পড়ছিলেন গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই। বিগত ১২-১৫ বছর ধরে এই সমস্যা চলছিলো। বছর যত গড়িয়েছে সমস্যা ততই বেড়েছে। বর্ষার মরশুমে ৫-৬ মাস জমা জলের কারণে মাঠের ফসল নষ্ট হত। চাষ বন্ধ রাখ তে হত। পেটে টান পড়ত কৃষক পরিবারগুলির। অথচ এই ঘোলা, সবজি ও ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানকার সবজি ও ফুল উত্তর ২৪ পরগনার বড় অংশের চাহিদা মিটিয়ে কলকাতার বাজারেও পৌঁছে যেত। অবশেষে জল সমস্যার সমাধানে স্থানীয় বিধায়িকা বীণা মণ্ডল উদ্যোগ নেন। এগ্রি ইরিগেশন দপ্তরের বসিরহাট মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধার্থ বিশ্বাস জানান, ‘রাজ্য সরকারের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের অর্থে চরের মাঠ, কানি বাঙ্গর ও নলদি এই তিনটি জায়গায় তিনটি পাম্প বসানো হয়। এই পাম্পের মাধ্যমে বর্ষার জমা জল তুলে নদীতে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিগত দিনের ভয়াবহ সমস্যা ভুলে আবার এই মরশুম থেকেই মাঠে ফিরেছেন কৃষকরা। পাম্পের মাধ্যমে চাষের জমি থেকে জমা জল বের করে সেই জমিতে চাষ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে শুধু নয় রাজ্যে প্রথম। বর্ষার জল জমতে শুরু করলেই আমরা পাম্প করে লাগাতার জল তুলে নদীতে ফেলতে থাকি। এতে শুধু চাষের জমিতে নয় গ্রামের জমা জলও নিষ্কাশন হয়ে যায়।’ বিধায়িকা বীণা মণ্ডল বলেন, ‘আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের বিষয়ে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। কৃষকদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো কাজ করেছি। এভাবে চাষের জমি থেকে জল সরিয়ে চাষ রাজ্যে প্রথম। আরও কয়েকটি পাম্প বসালে পুরো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেই উদ্যোগও আমরা নিচ্ছি।’

SBFC

এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ । www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক ২০.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায়** বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **নিচে শাখার ঠিকানায়**। নিলামে ওঠা সোনার গয়নাগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত যারা তাদের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের নিলামের নোটিশ যথাযথভাবে এই ঋণগ্রহীতাদের জারি করা হয়েছে। নিলামে ওঠা সোনার অলঙ্কারগুলি শাখার নাম সহ নীচে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ওভারডিউ ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত।

বারাসত শাখা ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, বারাসত-৭০০১২৪
AP00339020,AP00437724,AP00495723,AP00511629,AP00520519,AP00520722,AP00616086,AP00638526

ডালহৌসি শাখা ঠিকানা : ডালহৌসি, স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১।
AP00487225,AP00503024,AP00648105,AP00663909

দুর্গাপুর শাখা ঠিকানা: সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩
AP00245228,AP00447360,AP00455900,AP00531300,AP00580011,AP00585596,AP00594994,AP00606353,AP00616606,AP00616999,AP00624772,AP00627707,AP00652289

গড়িয়া শাখা ঠিকানা : দ্বিতীয় তল, বোরাল মেইন রোড, ওয়ার্ড নং ১১, কলকাতা - ৭০০০৮৪
AP00461490,AP00467630,AP00487877,AP00606194,AP00615820,AP00625069,AP00628996,AP00647409,AP00650692

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক - এ, ৩য়তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া
পো- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ শাখার ইমেল আইডি - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) শ্রী মৃন্ময় চন্দ** পিতা মনোতোষ চন্দ **খ) শ্রীমতি স্নেহা চন্দ** স্বামী শ্রী মৃন্ময় চন্দ **উভয়ের সাকিন : ফ্ল্যাট ১সি/১ডি, ২য়তল,** ব্লক বি, ৬০৩ শরৎ বোস রোড, পো রবীন্দ্রনগর, দম দম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা ৭০০০৬৫, **আরও ঠিকানা বসবাসের : ফ্ল্যাট ৪বি, ৫মতলে, আর্য্য অ্যাপার্টমেন্ট** হোল্ডিং নং ২৩৮, শরৎ বোস রোড, থানা দমদম, কলকাতা ৭০০০৬৫। **শ্রী মৃন্ময় চন্দ** প্রযত্নে : মোর রিটেল প্রা লি ১৫/এ, গুস্তিয়া স্কুল রোড, বাদু, মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭০০১২৮। **শ্রীমতি স্নেহা চন্দ** প্রযত্নে : রক্ষদা সুন্দরী জিএসএফপি স্কুল, ওয়ার্ড নং ৩, দক্ষিণ দমদম, কলকাতা : ৭০০০৬৫। **নিউ টাউন টার্মিনাস বিল্ডিং (কোড -১৪৫২৮)**	**তপশিল সি অংশ -১** **দায়বদ্ধতার ধরন : নেই** **অংশ -২** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪বি, পঞ্চম তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, এবং ১ ব্যালকনি উক্ত **আর্য্য অ্যাপার্টমেন্ট** ভবনে , হোল্ডিং নং ২৩৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০৬৫,ওয়ার্ড নং ৫, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন , এডিএসআরও কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৪ **কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট** কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে মৌজা : দিগলা, থানা : দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জেএলনং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ১২২৭, দাগ নং ২২১০, আরএস দাগ নং ২২১০/৩২৪৯, হোল্ডিং নং পুরনো ১৭১ এবং নতুন ২৩৮, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৬, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন। **স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২১, পৃষ্ঠা ৫৩০১০৫ থেকে ৫৩০১৩২, দলিল নং ১৫০৬১২৫৪৩-২০২১ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি স্নেহা চন্দ স্বামী শ্রী মৃন্ময় চন্দ এবং শ্রী মৃন্ময় চন্দ পিতা শ্রী মনোতোষ চন্দ এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শঙ্কর কুমার ঘোষ এবং অন্যান্যর প্রেমিসেস; **দক্ষিণে :** হীরালাল রায়ের প্রেমিসেস **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক **পশ্চিমে :** সামসের রহিম খানের প্রেমিসেস।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০৯.০১.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০৬.০১.২০২৫	হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪০৫৬৪৯০৮৬৭০ **২৯,৪৭,৬৬১ টাকা** (উনত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার ছশো একষট্টি টাকা) ০৯.০১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা
১৫, আর.এন. টেগোর রোড, পোস্ট - কৃষ্ণনগর থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১
ই-মেইল: k814@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৫.০৪.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “ যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৬৯,৮৩,৩৫২.০০ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশো বাহান্ন টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৫৭,৮৭,৮৭৪.২৬ টাকা + ১১,৯৫,৪৭৭.৭৪ টাকা) **০৬.০৩.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স আব্দুল আজিজ মন্ডল,** গ্রাম - বালির মাঠ পাড়া চাপড়া, পোস্ট - বাঙ্গালঝি, থানা - চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১২৩ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স আব্দুল আজিজ মন্ডল** গ্রাম - বালির মাঠ পাড়া চাপড়া, পোস্ট - বাঙ্গালঝি, থানা - চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১২৩। **২. স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা: জনাব আব্দুল আজিজ মন্ডল,** পিতা- মধু মন্ডল গ্রাম- পাথরদহ দক্ষিণপাড়া রূপদহ, পোস্ট এবং থানা- চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১৪০। **৩. জামিনদার এবং বন্ধকদাতা: মিসেস মেহরান বিবি ওরফে মেহারুন বিশ্বাস,** স্বামী- মিরাজ বিশ্বাস গ্রাম - দক্ষিণ লক্ষীগাছা মল্লিকপাড়া, বৃত্তিহুদা, পোস্ট- তালিখুদা, থানা - চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১২৩। **খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা**	**সম্পত্তি ১ : জনাব আব্দুল আজিজ মন্ডলের নামে** থাকা ৪.২০ শতক পরিমাপের জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, গ্রাম- চাপড়া বালি মঠ পাড়া, পোস্ট - বাঙ্গালঝি, থানা - চাপড়া, মৌজা - চাপড়া, জে.এল. নং ৩৯ আরএস দাগ নং ২৭৪, এলআর দাগ নং ৪০৯, খতিয়ান আরএস ২৫১, এলআর-১৯২১ (কৃ) চাপড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ১৩.১০.২০১৫ তারিখের মালিকানা/দান দলিল নং আই/১৪৩৫১। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-** উত্তর- নূরজাহান বেগমের বাড়ি, দক্ষিণ- ৯' ফুট প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- এইচ.আর. বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- আমজাদ আলী শেখ দ্বারা। **সম্পত্তি ২ : মেহরান বিবি ওরফে মেহরুন বিশ্বাসের নামে** থাকা একতলা আবাসিক ভবন সহ জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ০২ শতক পরিমাপের প্লট নং আরএস-১০৭৪, এলআর ১৫৩২, এবং ০৪ শতক পরিমাপের প্লট নং আরএস-১০৭৪/১৮১২, এলআর-১৫২৮, মোট জমির পরিমান ০৪ শতক এবং খতিয়ান নং আরএস ৬৬, এলআর ১১৭২, বর্তমান এলআর ৩৩৫৭ এডিএসআরও-চাপড়ার অধীনে, ১৯.০৪ ২০০৬ তারিখে এডিএসআরও চাপড়ায় বিক্রয় দলিল নং ৪০৫৪, বই নং ১, খণ্ড নং ২, পৃষ্ঠা ২৫৮ এবং ২৬৩-এ নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:-** উত্তর- নূরজাহান বিবির বাড়ি, দক্ষিণ- আলী কাদের সংসার মণ্ডল, পূর্ব- সফিরুদ্দিন মণ্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম- গলি/রাস্তা দ্বারা।	**৬৯,৮৩,৩৫২.০০ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশো বাহান্ন টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৫৭,৮৭,৮৭৪.২৬ টাকা + ১১,৯৫,৪৭৭.৭৪ টাকা) **০৬.০৩.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ৯.৯৪ লক্ষ টাকা (*)** (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.০০ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30022842972** **ঙ) ব্যাংকের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২:** **ক) ১৭.২৪ লক্ষ টাকা (*)** (সতেরো লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.৭৩ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30022842972A** **ঙ) ব্যাংকের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০৬.০৩.২০২৫ / স্থান: কৃষ্ণনগর আরএনটি
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শামির পর এ বার বলে থুতু লাগানোর আর্জি সাউদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনা অতিমারির সময় বলে থুতু লাগানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল আইসিসি। সেই নিয়ম এখনও চলছে। যা পছন্দ নয় মহম্মদ শামির। বলে থুতু না লাগালে রিভার্স সুইং করানো যাচ্ছে না। সেই কারণে সমস্যায় পড়ছেন বোলারেরা। এ বার শামির সুর দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরনন ফিলান্ডার এবং নিউ জুল্যান্ডের টিম সাউদি গলাতেও।

সাউদি অবসর নিয়েছেন। নিউ জুল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার এক সময় দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তিনি বলেন, তযে সময় করোনা ভাইরাস ছিল, সেই সময় এই নিয়ম আনা হয়েছিল। বোলার হিসাবে আমার মনে হয় যে, একটু বাড়তি সুবিধা দেওয়া উচিত। একটা দল ৩৬২ রান করে দিচ্ছে। ৩০০ রানের উপর প্রায় সব ম্যাচেই উঠছে। তাই বোলারদের জন্য কিছু তো থাকাই উচিত। যদি সেটা অল্প থুতু ব্যবহার করলে পাওয়া যায়, তা হলে সেটা করতে দেওয়া উচিত। সাউদিকে সমর্থন করেন ফিলান্ডার। তিনি বলেন, আমার মনে হয় আবার থুতু ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া উচিত। বিশেষ করে এক দিনের ক্রিকেটে। এখানে ব্যাটারেরা বেশি সুবিধা পাচ্ছে। আর পাকিস্তানে যে ধরনের পিচে খেলা হচ্ছে, সেখানে তো বোলারদের জন্য প্রায় কিছু নেই। পেসারদের একটি বড় অস্ত্র রিভার্স সুইং। বল একটু পুরনো হয়ে গেলে রিভার্স সুইং ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলে। পাকিস্তানের বোলারেরা প্রথম এই রিভার্স সুইং শুরু করেছিলেন। পরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বোলারেরাও সেই কায়দা রপ্ত করেন। শামিও রিভার্স সুইং ভাল করতেন। বল যত পুরনো হয় তত তার পালিশ নষ্ট হয়। কিন্তু রিভার্স সুইংয়ের জন্য ম্যাচের শুরু থেকে বলের একটি দিকের পালিশ ঠিক রাখতে হয়। তার জন্য বোলারেরা থুতুর ব্যবহার করতেন। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পরে শামি বলেছিলেন, তআমরা রিভার্স সুইং করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার জন্য বলে থুতু লাগাতে হবে। তার জন্য আইসিসির কাছে বার বার আর্জি জানাচ্ছি। রিভার্স সুইং হলে বোলারদের কাছেও অস্ত্র থাকে। কিন্তু এই অস্ত্র না থাকলে পুরনো বলে আউট করা কঠিন।

অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরছেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার ভারতীয় দলের জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে সুনীল ছেত্রীকে। গত বছর ৬ জুন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। কুয়েতের বিরুদ্ধে যুবভারতীতে খেলেছিলেন শেষ ম্যাচ। আবার দেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন সুনীল।

১৯ মার্চ ভারত বনাম মলদ্বীপ ম্যাচ রয়েছে। সেখানে খেলতে পারেন ৪০ বছরের সুনীল। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ফুটবল সংস্থা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কথা জানিয়েছে। তারা পোস্ট করে লিখেছে, তসুনীল ছেত্রী ফিরছেন। ভারতীয় ফুটবলের অধিনায়ক, নেতা এবং কিংবদন্তি মার্চে আন্তর্জাতিক দলে ফিরছেন।

মার্চে দু'টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে ভারতের।

১০ জন নিয়েও জয় পেল বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলার প্রথম লেগে বুধবার রাতে ১০ জনের দল নিয়ে মরণপণ লড়াই করে জিতে গেল বার্সেলোনা। তারা ১-০ গোলে জয় পেল বেনফিকার বিরুদ্ধে। মরসুমে নিজের ২৫,তম গোল করে ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন রাফিনিয়া।

কাঙ্খিত গোলটি আসে ৬১ মিনিটে। স্বাগতিকদের অর্ধে আন্তোনিও সিলভার একটি ব্যাক পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডি বক্সের বাইরে থেকে জালে বল পাঠান রাফিনিয়া।

কেরিয়ারের প্রথম লাল কার্ড দেখে ২২ মিনিটে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি। বাকি ৬৮ মিনিট ১০ জনে রক্ষণ সামলে দারুণ এই জয় তুলে নিয়েছে বার্সিলোনা। এই দিন প্রায় ৫২ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৬টি শট নেয় বেনফিকা। যার মধ্যে ৮টি শট ছিল লক্ষ্যে। আর এই শট গুলো রুখে দিয়ে সফরকারীদের জয়ের নায়ক হয়ে যান স্ট্যান্সনি। অন্য দিকে বার্সিলোনার ১০ শটের পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। আগামী মঙ্গলবার বার্সেলোনায় ফিরতি লেগে এই দুই দল আবার মুখোমুখি হবে।

নতুন উদ্যোগ, আমেরিকার বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকছে অভিনব চমক

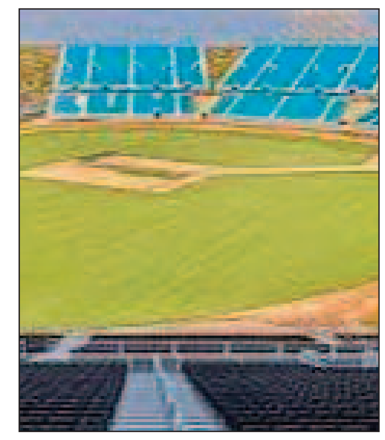

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯ জুলাই, ২০২৬, আমেরিকার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল।

এই ফাইনালে দর্শকদের জন্য থাকছে বিশেষ চমক। আর তা হল সুপার বোলের আদলে জমকালো হাফটাইম শো! এই অনন্য সাংস্কৃতিক আয়োজন বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম। এই বিশেষ চমকের ঘোষণা বুধবার রাতে করেছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

এই বিশেষ শো প্রযোজনা করবেন বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ ব্যান্ড কোল্ডপ্লের লিড সিঙ্গার ক্রিস মার্টিন ও ম্যানেজার ফিল হার্ভে। এর জন্য হাফটাইমের বিরতি ১৫ মিনিটের জায়গায় কিছুটা দীর্ঘায়িত হতে পারে। বিশ্বকাপের ফাইনালে এই নতুন উদ্যোগ ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক নতুন চমক হতে যাচ্ছে। আর এই চমক ফুটবল সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

৭ মার্চ ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় দিন, মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন সানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার, ৭ মার্চ ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় দিন। এইদিন টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রান করা প্রথম ব্যাটার - ক্রিকেটের সব থেকে দীর্ঘতম ও পুরনো ফর্ম্যাটে ১০ হাজার রান করা প্রথম ব্যাটার হয়েছিলেন সুনীল গাভাসকর। ১৯৮৭ সালের ৭ মার্চ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের ১২৪,তম ম্যাচে আহমেদাবাদে এই মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন সানি।

১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেটে খেলে গাভাসকর ৩৪টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ১২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে তিনি করেছিলেন ১০ হাজার ১২২ রান এবং নিয়েছিলেন ১টি টেস্ট উইকেটও।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল সুনীল গাভাসকরের। আর এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই খেলতে ভালো বাসতেন সানি। ৭০-৮০-র দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিশালী দলকে হারানো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু সানি সেই ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই ২৭টি ম্যাচে খেলে ১৩টি শতরান করেছিলেন।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ট্রাম্পের হুমকি নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনে উৎসাহিত করছে, হামাসের অভিযোগ

নিউ ইয়র্ক, ৬ মার্চ: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর্যুপরি হুমকি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করছে বলে অভিযোগ করেছে হামাস। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক বার্তায় হামাসের মুখপাত্র আবদেল-লতিফ আল-কানৌয়া বলেন, 'বাদবাকি ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো যুদ্ধবিরতিকে দ্বিতীয় ধাপে নিয়ে যাওয়া। মধ্যস্থতাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাক্ষরিত চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য করা।' যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে মুক্তি পাওয়া কিছু ব্যক্তির সঙ্গে বুধবার বুধবার হোয়াইট হাউসে দেখা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর হামাসকে 'শেষ বার্তা' এবং 'নরকের পরিণতি' ভোগের হুমকি দিয়ে নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, 'পরে নয়, সব জিম্মিকে এখনই মুক্তি দিতে হবে। মরদেহগুলোও ফেরত দিতে হবে। দর-কষাকষির সময় শেষ।'

হামাস নেতাদের উদ্দেশে ট্রাম্প আরও বলেন, '(হামাস) নেতৃত্বকে বলছি, এখন গাজা ছেড়ে যাওয়ার সময়। এখনো তোমাদের জন্য সুযোগ রয়েছে।' গাজায় থাকা জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ। গাজার সাধারণ মানুষকে হুমকি দিয়ে ট্রাম্প লেখেন, 'গাজার লোকজনকে বলছি, জিম্মিদের আটকে না রাখলে তোমাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে।' ট্রাম্প এবারই হামাসকে প্রথম হুমকি দেননি। এর আগে গত ডিসেম্বরে তিনি বলেছেন, তাঁর অভিষেকের সময়ের মধ্যে জিম্মিদের মুক্তি না দিলে হামাসকে 'নরকের পরিণতি ভোগ করতে হবে'।

গত ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানের আগের দিন ইজরায়েল-হামাসের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। চুক্তির চূড়ান্ত আলোচনায় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পাশাপাশি ট্রাম্পের দূতও অংশ নেন। প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় পর্যায় চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। প্রথম পর্যায় শেষ হয় গত শনিবার (১ মার্চ)।

১ মার্চ যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর গাজায় সর্বাত্মক অবরোধ জারি করেছে ইসরায়েল। এতে যুদ্ধবিধ্বস্ত উপত্যকাটিতে ওষুধ, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় দফার চুক্তি না করেই হামাসের হাতে থাকা বাকি জিম্মিদের মুক্তির দাবি করছে ইসরায়েল।

৫ বছরের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন বাবার

লখনউ, ৬ মার্চ: বারণ করা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিল পাঁচ বছরের শিশুকন্যা। এই অপরাধে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠল খোদ বাবার বিরুদ্ধে। এমনকী রাগের তীব্রতায় খুনের পর শিশুর দেহ চার টুকরো করেন ওই যুবক! উত্তরপ্রদেশের সিতাপুরের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে। বাবার হাতে শিশুকন্যার খুনের ঘটনায় অবাক পুলিশও। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবককে।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শিশুকন্যার নিখোঁজ মামলা দায়ের হয়েছিল। তদন্তে নামলে তার দেহাংশ মেলে। পরদিন দেহের বাকি অংশ পাওয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছিল তাকে খুন করা হয়েছে। এরপর গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই বউয়ের কাছে ফোন রেখে পলাতক হন অভিযুক্ত মোহিত। পরে ফিরে এলে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মুখে ভেঙে পড়েন তিনি। মেয়েকে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

জেরায় অভিযুক্ত যুবক জানান, অতীতে প্রতিবেশী রামুর পরিবারের সঙ্গে তাঁদের ভালো সম্পর্ক ছিল। দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াতও ছিল। মাঝে একটি বিষয় নিয়ে চরম বিবাদ হয়। এর পর মেয়েকে একাধিক বার বারণ করেছিলেন, প্রতিবেশীর বাড়িতে না যেতে। যদিও শিশুকন্যা সেকথা শোনেনি। ওই বাড়িতে খেলতে গিয়েছিল সে। এতেই মেজাজ হারান যুবক। বাড়ি ফিরে মেয়েকে বাইকে তুলে নির্জন জায়গায় নিয়ে যান তিনি। সেখানে শিশুটির গায়ের জামা খুলে তা দিয়েই তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন। এর পর দেহ পাশের সর্ষে খেতে ফেলে দেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 90/2024-25 & Memo No.: 303, Date: 05.03.2025**, for **01 no. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **13.03.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Tender Notice
E- Tenders are invited by the Prodhan, Bali- II Gram Panchayat (Under Nowda Panchayat Samity), Shyamnagar, Nowda, Dist- Murshidabad, **NIET NO. 08/ 2024-25**. Last date of submission (online) 17.03.25 up to 2.00PM. visit **www.wbtenders.gov.in** and Sealed Quotation **NIQ NO-09/2024-25,** Last date of application **17.03.25 upto 2 p.m.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Bali- II Gram Panchayat.

Amnan Gram Panchayat
Amnan, Pawnan, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Amnan Gram Panchayat have invited e-Tender vide **e-TENDER NOTICE MEMO NO :- 50/AGP/2025, Date : 06.03.2025.** Bidders are advise to visit **www.wbtenders.gov.in** & Undersigned GP office for details. **Sd/-**
Prodhan
Amnan Gram Pancchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites sealed tender vide memo no. **08/ CM/PWD/BT/CC/2024-25, Dt:- 25.02.2025** for various development works under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.chakdahamunicipality.com**

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকল্প রূপায়নের জন্য (15th FC হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/15th FC 2nd INS./ ROAD/E-NIT-17/2024-25, Dated- 06/03/2025। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে
বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬০২৪৯৭৬, তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৫। সিনিয়ার ডিএমই (ইএনএইচএম অ্যান্ড এফআরটি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেনঃ **বিড শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৫.০৩.২০২৫ বেলা ৩টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ১৫.০৩.২০২৫ বেলা ৩.৩০ মিনিট। **বিড প্রস্তাবের বৈধতা (শেষের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ (দিন)। **অফিসের নামঃ** হাওড়া ডিভিসন। **ক্রেতার ইমেলঃ** sk.tiwari0510@gov.in। **আইটেম ক্যাটিগরিঃ** মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব ও ট্যাক্সি ভাড়া পরিষেবা-এসইউভি; ১৫০০ কিমি. x৩২০ ঘন্টা; আউটস্টেশন ২৪x৭। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিডারের ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১৪ লাখ। **একই/অনুরূপ পরিষেবার প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছরের সংখ্যাঃ** ৩ বছর। **অনুরূপ পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে কিনা ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় আছে কিনাঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে স্টার্টআপ ছাড় আছে কিনাঃ** না। **বিক্রেতার কাছ থেকে প্রাপ্য নথিপত্রঃ** অভিজ্ঞতার শর্তাবলী, বিডার-এর টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসি-তে চাওয়া)। *কোন বিডার অভিজ্ঞতা/ টার্ন ওভারের শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ছাড় চাইলে, সেই ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থনকারী নথিপত্র ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য আপলোড করতে হবে। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারদের কাছে বিডারগণ কর্তৃক আপলোডকৃত নথিপত্র প্রকাশ করতে চাইবেন কিনা ?ঃ** হ্যাঁ। **আরএ-তে বিড সম্ভবঃ** না। **বিডের ধরনঃ** দুই প্যাকেট বিড। **কারিগরি মূল্যায়নের সময় কারিগরি স্পষ্টীকরণের অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **অনুমিত বিড মূল্যমানঃ** ৯,০৯,৬০০ টাকা। **মূল্যায়নের পদ্ধতি ঃ** মোট মূল্যমান অনুযায়ী মূল্যায়ন। **সালিশি ধারা ঃ** না। **মধ্যস্থতার ধারা ঃ** না। **উপদেষ্টা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি-র পরিমাণঃ** ১৮,২০০ টাকা। **ইপিবিজি শতাংশ (%) ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ৩০।
(HWH-651/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE
Tender Notice Number: KDHM/49/PWD/01/24-25
E-Tender ID: 2025_MAD_824182_1
Categories of Work: Seating arrangement, pathway, boundary wall, LED light of Park. Last date of Submission on **21.03.2025 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in & http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Nilu Sarkar, Chairman,**
Khardah Municipality

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/48/CON/24-25,
E-Tender ID: 2025_MAD_824164_1
Categories of Work: Supply and delivery at site of 50 numbers of Hand Carts for purpose of SWM/SBM/Sanitation Project. Last date of Submission of Tender **17.03.2025.** Details of notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/04/AE/B-1/24-25,
Date: 05.03.2025
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website (**www.hmc.gov.in**) & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **19.03.2025**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
Corrigendum
CHANGES THE CRIRTICAL DATES OF THE FOLLOWING NOTICE NOTICE INVITING e-TENDER NO.: 10/ AMLAIGP/2024-2025. Document Download end Date & Time- **11/03/25 11.00am** Last Date & Time of Online submission Technical & Financial Bid:**-11/03/2025.** Date & time of Opening Technical bid of the office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat:- **13/03/2025**
Details see:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **Supply, fittings & Fixing for Repair of Leakage Pipe Line/ Stand Post Etc. at different location within Ghatal Municipality under Ghatal Municipal Water Supply Scheme as per NIT NO.: WBMAD/GHATAL/ NIT-8e/2024-25, Date-06.03.2025, Tender ID: 2025_MAD_824059_1.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

DIGHARI GRAM PANCHAYAT
e-TENDER
Bid Reference no.: 61/DIG/15th CFC/2024-25, 62/DIG/15th CFC/2024-25, Dated- 06.03.2025
Tender ID: 2025_ZPHD_823894_1 to 13
E-Tender is here by invited vide no **61/DIG/15th CFC/2024-25, 62/DIG/15th CFC/2024-25**, for Water Treatment Plant, Community Toilet, Pucca Drain, CC road, Shed, under Dighari Gram Panchayat area will be available from the folling Website **www.wbtenders.gov.in.** Last Date and time of online Bid Submission on 13.03.2025.
Sd/- **Prodhan**
Dighari Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-39/2024-25 (Sl. No. 1)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 11.03.2025 in place of 05.03.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_816312_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

Kautala Gram Panchayat
Vill–Rajuakhaki ,P.O Pakurtala, P.S – Raidighi, Dist. – South 24 Parganas
On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 28/KGP/2025 (Tubewell), 29/KGP/ 2025 (Roads) Dated 07/03/2025** within the GP area. For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
S/d Pradhan,
Kautala GP

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 02 Nos. development works vide **Memo no:- BM/PWD/e-NIT/025 (2nd Call) & BM/PWD/e-NIT/6108 (3rd Call), Tender ID : 2025_MAD_823573_1 & 2025_MAD_823599_1, Date:- 05/03/2025. Fund : BEUP, MPLAD, Municipal Fund.** Bid Submission Start Date (Online): **07.03.2025 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.03.2025 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **24.03.2025 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**
Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no-2477-9245
(ANNEXURE-I)
SHORT QUOTATION NOTICE
E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works :-
1. Name of the Work: NSAP MIS Updation and maintenance of PFMS platform for Rajpur Sonarpur Municipality. NIQ No. **WBMAD/ULB/RSM/ NULM/574/24-25 Dt. 06.03.2025.** Submission started date: **07.03.2025 at 17-30 hrs.** Submission End date: **14.03.2025 at 17-30 hrs.** Technical opening date: **17.03.2025 at 17-30 hrs.** For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি,** দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, নোয়াপাড়া, কলকাতা-৭০০ ০৯০ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** দুই বছরের জন্য ০৮টি এমআর-৩০০ সিরিজ রেকে (এমআর-৩০১, এমআর-৩০৩, এমআর-৩০৪, এমআর-৩০৬, এমআর-৩০৭, এমআর-৩০৯, এমআর-৩১১ এবং এমআর-৩১৩ রেক) ফিট করা মেধা মেক ১০০ কেভিএ ইনভার্টার, ৫০ কেভিএ ইনভার্টার এবং ৫ কেডব্লু ডিসি-ডিসি কনভার্টারের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,১৩,৯৪,২৭০.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,০৭,০০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি-এর অফিসে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**
ই-টেন্ডার নং. এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৪-২৫-০১আর১
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

অভিনেতা ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর শিল্প জীবন

ডাঃ শামসুল হক

নাট্য জগতে হরেক প্রতিভার উজ্জ্বল প্রতিফলনের মধ্যেও সেদিন অতি আচম্বিতেই সিনেমা জগতের সেই বিশাল সাম্রাজ্যে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকারের যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভার ই দৌলতে । নির্দিষ্ট একটা গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর নিজস্ব জীবন। কিন্তু তার মাঝেই দয়া ,মায়া, মমতার মূর্ত এক প্রতীক ও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আর তারই ফলস্বরূপ মানব হৃদয়ে বিশেষভাবে পূজিত এবং উভয় মঞ্চে সমানভাবে সমাদৃত ও হয়েছিলেন সেই মানুষটি। তবে নাট্য জগতের চেয়ে চলচ্চিত্র সংসারের মধ্যেই কেটে গেছে তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় । আর তার মধ্যেই তিনি প্রতিফলিত করেছেন অসহায় মানুষদের জীবন যন্ত্রণার নিখুঁত ছবিও। তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। ১৯২৫ সালের ৪ ঠা নভেম্বর জন্ম তাঁর রাজশাহী শহরের মিয়াপাড়া এলাকায়। সেখানেই কেটেছে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলো। প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার শুরুও হয় সেখানেই । তারপর চলে আসেন কলকাতায়। তাঁর দাদা মনীশ ঘটক ছিলেন কল্লোল যুগের নামজাদা একজন কবি এবং গল্পকারও। বালিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রাজশাহী থেকে তিনি তাঁকে টেনে নিয়ে আসেন কলকাতায়। ভর্তি করেন বালিগঞ্জের বিখ্যাত শিক্ষায়তন বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে।

তারপর কলকাতায় দিনগুলো ভালোই কাটছিল ঋত্বিকের । কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ হঠাৎই কলকাতা ছেড়ে তিনি আবারও চলে যান রাজশাহীতে। ভর্তি হন সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ।পরে আবার রাজশাহী কলেজেও ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজশাহী ছেড়ে আবারও তিনি পা রাখেন এদেশের ই মাটিতে। তখন আই.এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল সহ উত্তীর্ণ ও হন তিনি। তারপর ভর্তি হন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। সেখান থেকে ১৯৪৮সালে বি.এ পাশ করার পর তিনি আবার চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৫০ ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের ই আশায়। বিষয় ও ছিল ইংরেজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর শেষ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। খামখেয়ালী মনের ই মানুষ ছিলেন তিনি। তাই কেন যে তিনি সেই পরীক্ষার মুখোমুখি হননি সেটা বোধহয় তাঁর নিজেরও জানা ছিল না।

যাইহোক তারপর চুপচাপ বসেও ছিলেন না তিনি। হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন কাজের নেশাতেই। লেখালেখির হাতটাও বেশ মজবুত ই ছিল। তাঁর বাবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকলেও কবিতা,গল্প , নাটক ইত্যাদি রচনার কাজেও ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। দাদা মনীশ ঘটক সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। সমাজসেবী হিসেবেও খুব নামডাক ছিল তাঁর। ছিলেন সুসাহিত্যিকও। মনীশবাবুর কন্যা মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন আবার তাঁর আপন ভাইঝিও। অত এব সাহিত্যের রক্ত প্রবাহমান ছিল তাঁদের বংশের ই মধ্যে। সুতরাং কলম ধরেছিলেন ঋত্বিক ঘটকও। ছাত্রজীবনেই লিখে ফেলেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত নাটক কালো সায়র।

নাটক লিখতে লিখতেই তিনি যোগ দেন ভারতীয় গণ নাট্য সংঘে। আর এই নাটক নিয়ে গবেষণা চালাতে চালাতেই তিনি আবার প্রবেশ করেন সিনেমা জগতেও । অভিনয় এবং সহকারী পরিচালনার মাধ্যমেই শুরু হয় তাঁর চলচ্চিত্র জীবন। প্রথম সিনেমা ছিন্নমূল। আসে পরিপূর্ণ সাফল্যও। তারপর এককভাবেই শুরু করেন সিনেমা পরিচালনার কাজ। ১৯৬০সালে করেন মেঘে ঢাকা তারা। ১৯৬২ তে সুবর্ণ রেখা।

১৯৬৫ সালে আবার পুনেতে চলে যান তিনি। সেখানে অবশ্য খুব বেশিদিন থাকতেও হয়নি তাঁকে। খেয়ালী মন তাঁর। তাই খেয়ালের বশে গিয়েছিলেন আবার সাধ মিটে যেতে ফিরেও এসেছিলেন। তবে যে কটা দিন সেখানে ছিলেন, সযত্নে রক্ষা করেছিলেন নিজের নামের মর্যাদাও। সেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেই নিয়োজিত ছিলেন তিনি। পরে হয়েছিলেন তার ভাইস প্রিন্সিপালও ।

কিন্তু সেখানেও মন টেকেনি তাঁর। কলকাতায় ফিরে আবার সিনেমার জগতেই মন বসান। ১৯৭৩ এ করেন তিতাস একটি নদীর নাম। ১৯৭৪ সালে যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। তা ছাড়াও আরও অনেক ছবিই পরিচালনা করেছেন তিনি। আর সেইসব ছবির মধ্যে তিনি প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছিলেন কলকাতা সহ অন্যান্য আরও অনেক জায়গার উদ্বাস্তুদের বাস্তব জীবনের চিত্রটিও। পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলেন শরণার্থীদের দুর্দশার কথাও ।

জীবনের প্রতি প্রকৃতভাবেই উদাসীন এই মানুষটি ছিলেন বিচিত্রতায় ভরপুর মহান এক ব্যক্তিত্বও বৈ কি। মাথা ভর্তি এলোমেলো চুল, গালজুড়ে কাঁচাপাকা দাড়ি। পরণে সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবী। কাঁধের উপর শান্তিনিকেতনী ঝোলা। চোখে কালো ফ্রেমের সাদামাটা চশমা। তার মধ্যেই কিন্তু উঁকি মারত ধারালো এক দৃষ্টিপাত। তার মধ্যেই আবার মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত রাশি রাশি জিজ্ঞাসা এবং অতি অবশ্যই কৌতুহলও।

তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ১৯৫৭ সালে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ১৯৫৯ এ ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী এবং সেই বছরই শিশুতোষ চলচ্চিত্র পুরস্কারও পান তিনি। ১৯৭৪ সালেও জোড়া পুরস্কারের অধিকারী হন তিনি। পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং বাচশাস পুরস্কার । প্রতিভাধর সেই মানুষটি কিন্তু খুব বেশি আয়ু নিয়ে আর্বিভূত হননি এই পৃথিবীতে। ১৯৭৬ সালের ৬ ই ফেব্রুয়ারি মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সেই মারা যান তিনি।

রহস্যঘেরা শিহরণ জাগানো পরিচয় গুপ্ত

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

পুরনো বা প্রাচীন কলকাতা এবং একই সাথে গ্রামের কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠা যদি কোন টানটান রহস্যময় ঘটনাবেষ্ঠিত কাহিনী দর্শক যদি উপভোগ করতে চায় তবে বলাই বাহুল্য সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত পরিচালক রনরাজ নির্মিত তপরিচয় গুপ্তদ সিনেমাটি দর্শকদের জন্য যথার্থ। ছবিটি একটি ডার্ক ঘরানার থ্রিলারভিত্তিক ছবি। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন অয়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবার্ঘ্য মুখোপাধ্যায়। এই ছবিটির মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটেছে পূর্ণাঞ্জলী মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যানারে ।যতই ছবিটি অগ্রসর হয়েছে রহস্যের জট তত বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘনীভূত হয়েছে প্রবল রহস্য। নবাগতা লেখিকা তথা অভিনেত্রী অয়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য লেখনীতে তপরিচয় গুপ্তদ সিনেমাটির গল্প এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। বলাই বাহুল্য পরিচালক রনরাজ এবং লেখিকা অয়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমাণ করে দিলেন যে বাংলাতেও অর্থাৎ বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতেও ভালো মানের নির্ভেজাল রহস্য এবং থ্রিলারভিত্তিক টানটান শিহরণে ঠাসা ছবি হতে পারে যেটা দর্শককে মুগ্ধ করতে পারে। পরিচালক রনরাজ ছবিটির নামের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দর্শকদের। শুধু এই ছবিটিতেই নয় বলাই বাহুল্য ছবিটির নামের ক্ষেত্রেও একটি রহস্য বা চমক দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। 'পরিচয় গুপ্ত' নামটির ক্ষেত্রে দর্শকদের ধাঁধা লেগে যেতে পারে, দর্শকরা কখনো মনে করতে পারেন যে পরিচয় গুপ্ত কি আসলে কারোর নাম এবং পদবী হিসেবে ব্যবহার করেছে স্বয়ং পরিচালক? নাকি তপরিচয় গুপ্তদ আসলে এই রহস্য কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রটির সকল চরিত্রের পরিচয় আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যিই লুকোনো বা গুপ্ত সেইটা বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে?

এই ছবিটির পরতে পরতে রয়েছে রহস্য। রহস্য এবং অপরাধ অর্থাৎ খুনকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে এই ছবিটি ।তবে গল্প যত প্রসারিত হচ্ছে গল্পের জট এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে শেষের দিকে ভালো করে না দেখলে গল্পের কাহিনীটি শুরু থেকে একেবারে গুলিয়ে যেতে পারে। বলাই বাহুল্য এটি একটি জটিল রহস্যময় প্লটের ওপর আবর্তিত একটি সিনেমা।

এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে ঋত্বিক চক্রবর্তী, জয় সেনগুপ্ত, অয়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনা বণিক ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত প্রমুখদের ।

অয়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি লেখার পাশাপাশি এই সিনেমায় একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন।

ঋত্বিক চক্রবর্তী যেমন প্রতিটা ক্ষেত্রেই তার অসামান্য অভিনয় শৈলী দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে তিনি বড় মাপের অভিনেতা তেমনই এই ছবির ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার স্ত্রীর চরিত্রে দর্শনা বণিক যথেষ্ট সামঞ্জস্যতা রেখেছে। ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এর অভিনয় দুর্দান্ত। সাসপেন্স থ্রিলার এর আবহকে কিভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয় সেটা তার নখদর্পণে। গল্পটির পটভূমির সাথে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের চরিত্রটি একেবারে মানানসই। এই সমস্ত চরিত্র গুলির মধ্যে যে চরিত্রটি সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে সেটি হলো জয় সেনগুপ্তের চরিত্র। তিনি এই সিনেমায় তার অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার মাধ্যমে অন্যান্য চরিত্রগুলিদের ছাপিয়ে গিয়েছে। এই ছবিটি ১৯৫০ সালের পটভূমিতে এক অন্ধ জমিদার (ঋত্বিক চক্রবর্তী) ও তার আর্কিওলজিস্ট বন্ধুর (ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত) ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি। ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ঋত্বিক চক্রবর্তীর জমিদার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে আসে এই ছবির কাহিনীতে। সিনেমাটিতে যে বিষয়টি দর্শকদের মনে হবে তা হল সকলেরই পরিচয় এই সিনেমায় অনেকটাই গুপ্ত। সিক্রেট আইডেন্টিটি বিষয়টা এই সমগ্র চলচ্চিত্রটির কোনায় কোনায় উঁকি দিচ্ছে। সমগ্র ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এই ছবিটির একটি গান গেয়েছেন সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। ডার্ক ঘরানার এই সাসপেন্স থ্রিলারের কাহিনীকে এই ছবিতে শহরের পাশাপাশি গ্রাম বাংলার পটভূমিতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে জমিদার বাড়ির কথা ছবিটিতে দেখানো হচ্ছে সেই বাড়িটি অবস্থিত নিশ্চিন্তপুর নামক গ্রামে। এই ছবিটিতে খুনের কিছু দৃশ্য রয়েছে। বলাই বাহুল্য খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই ছবিটি গঠিত হয়েছে তবে এই গুপ্ত ঘাতক কে তার পরিচয় কিভাবে গুপ্ত সেই নিয়ে এই ছবি তপরিচয় গুপ্তদ। ১৯৫০ সালের লিখিত গুপ্তঘাতক নামে এক লেখকের হত্যাকাহিনীর সাথে কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়া খুনগুলির কিনারা নিয়েই রচিত হয়েছে এই রোমাঞ্চকর রহস্যাবৃত চলচ্চিত্রটি। ছবিটির সংলাপ যথেষ্ট বলিষ্ঠ তবে ছবিতে লজিকের কোথাও কোথাও সামান্য খামতি রয়েছে বলে মনে হয়। ছোট একটি কাহিনীকে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের রূপ দিতে গিয়ে কিঞ্চিত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যেটা এই ছবিটি দেখলেই দর্শক উপলব্ধি করতে পারবে। তবে অন্যদিকে ছবিটির চিত্রনাট্য সিনেমাটোগ্রাফি এক কথায় অনবদ্য যা দর্শককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবে। এই ছবিটিকে সম্পূর্ণরূপ উপভোগ করতে গেলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে অবশ্যই ধৈর্য ধরে সিনেমাটি দেখতে হবে। ডার্ক থ্রিলার ঘরানার একটি রহস্যের চাদরে ঢাকা এই চলচ্চিত্রটি সিনেমা প্রেমী হলমুখী দর্শকদের যে নিরাশ করবে না সেটা বলাই বাহুল্য ।পরিচালক রণরাজ তার নিপুন বিচক্ষণতায় চরিত্রগুলি নির্বাচন করেছেন এবং সেইখানেই পরিচালকের মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র চলচ্চিত্রটির সাজসজ্জা ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এক কথায় অতুলনীয়। এই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে দেখলেই দর্শকদের বেশি ভালো লাগবে।

চলমান পৃথিবীর বুকে অদেখা শৃঙ্খলের গল্প শোনায় 'Goat Life'

শুভজিৎ বসাক

ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ায় এখন একটা কর্মপ্রবাহ তৈরি হয়েছে, আরবের দেশে চাকরি করতে যাওয়া। একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে সেখানে উপার্জিত অর্থ দিয়ে দেশে ফিরে বহাল তবিয়তে বাকি জীবন কাটানো সম্ভব তাই দীর্ঘ কয়েক বছর পরিবার, পরিজন ছেড়ে তাতে মনোনিবেশ করলে বাকি জীবন নিশ্চিন্তে কাটানো সম্ভব করতে স্থির হয়। ঠিক এই বিশ্বাসেই নাজিম মহম্মদ আর হাক্কিম আরবের দেশে পাড়ি দেয় এবং সেই নিয়েই কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে 'Goat Life' যা ২০২৪ সালের অন্যতম সিনেমার দাবীদার হিসাবে মনে দাগ কেটে যাবে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

নাজিম পেশায় মজুর শ্রেণীর কর্মী সবেমাত্র বিয়ে করেছে এবং একটা সুন্দর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আরবে শ্রমিকের কাজ করে জীবন নির্ধারণের জন্য অতি কষ্টে ব্যবস্থা করে গ্রামেরই আরেক ভাতৃসম হাক্কিমের সাথে বিদেশে পাড়ি দেয়। সেখানে পৌঁছে শুরু হয় এক অজানা জীবনের পথ পরিক্রমা। মজুরের কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও ভুল ভিসার জেরে অন্য ব্যবসায়ীর কাছে ওরা চলে যায় এবং শুরু হয় দুরূহ এক জীবনের। বিস্তীর্ণ আরব মরুভূমির এক জায়গায় হাক্কিম আরেক জায়গায় নাজিমকে রীতিমত জোর করে আটকে রেখে দেওয়া হয়। প্রথমে ওরা ওদের কাজের জায়গার পরিচয় দিতে চাইলেও ওরা আরবী ভাষায় কথা বলে ওদের রীতিমত দুর্ব্যবহার ও আচরণ করতে থাকে। কথা না শুনলে জুটত মার। খাঁ খাঁ মরুভূমির মাঝে রাস্তা না জানায় বিপদে পড়ে তারা এক জানোয়ারের মত জীবন কাটাতে শুরু করে। তাদের কাজ হল গবাদি পশু পালন ও দিনের শেষে নামমাত্র খাবার জুটত। নাজিম যেখানে থাকত সেখানে একজন বয়স্ক এই কাজ করত, একদিন তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন পরে দেখে যে সে মরুর বালিতে মরে পড়ে আছে এবং শকুনের দল তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে সে যেন জীবনের তল খুঁজে পেতেই ভুলে যায় আর বাধ্য হয়ে সেখানে লাগাতর সময় ধরে কাজ করতে থাকে। বিনা স্নানে, বিনা পরিচ্ছন্নতায়, নোংরা পোশাকে, পশুদের থাকার জায়গায় থেকে আরবী ব্যবসায়ীদের ছুঁড়ে দেওয়া টুকরো খাবারে নাজিম কত বছর এভাবে কাটাতে থাকে সেই সময়ের হিসাব সে ভুলে যায়। বাড়ির পরিজনদের কথা মনে পড়লেই সে এই মরুভূমির বুকে কান্না দিয়ে বৃথাই ভেজানোর চেষ্টা করত কারণ তার

অনুভূতি এই শেঠেদের কাছে মূল্যহীন। তারা অর্থ পিপাসু আর প্রয়োজন শেষে বালির বুকে লাশকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই এক অলিখিত সংবিধান এই মরুভূমির ঠিকানায়। এরমধ্যে একদিন পশুদের চড়াতে গিয়ে হাক্কিমের হঠাৎ সাথে দেখা হয়। তারও হাল সমান দেখে দুজনেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এরপরে একদিন তাদের দেখা হওয়ার সময়ে হাক্কিমের থেকে নাজিম জানতে পারে ইব্রাহিম নামে একজন তাদের মতই সে এই এলাকা চেনে যে এই নারকীয় জীবন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পথ চিনিয়ে মরুভূমি থেকে বের করতে সাহায্য করবে। সেই পরিকল্পনা মতো একদিন সুযোগ পেয়ে তারা পশুবৃত্তির জীবন থেকে পালিয়ে যায় কিন্তু বিস্তীর্ণ এই মরুভূমি তাদের প্রতি পদে পদে পরীক্ষা নেয়। তীব্র গরম, জলাভাবে তেষ্টা, মরীচিকা, সাপের উপদ্রব সবমিলিয়ে এক পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পেতে আরও এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় দাঁড় করায় প্রায় অপুষ্টিতে থাকা নাজিম আর হাক্কিমকে। পথে মারা যায় হাক্কিম এবং ইব্রাহিম নাজিমকে নিয়ে এগিয়ে গেলেও একদিন সেও অন্তর্হিত হয়ে যায়। বাকি পথ নাজিম না জেনেই সামনে এগিয়ে হঠাৎ পাকা রাস্তার দেখা পায় এবং সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে একজন শেখ শহরের রাস্তায় গাড়ি করে নামিয়ে দেয়। পরবর্তীতে সে ভাগ্যক্রমে সুস্থ জীবনের দিশা খুঁজে পায় এবং সেখানকার প্রশাসন অনুপ্রবেশকারী হিসাবে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে।

এখানে সিনেমার অংশবিশেষের কথা বলা হলেও বাস্তবিক পরিসরে এটাই চলমান চিত্রপট। এই চিত্রপটের কারণ ভারতে ক্রমশঃ নিম্নবিত্ত পিছিয়ে পড়া জনজাতির মানুষদের মধ্যে জনসংখ্যার অবাধ বৃদ্ধি আর তাদের মূল উদ্দেশ্যই হল যত বেশি সন্তান তত বেশি পারিবারিক আয় বৃদ্ধি। এদের পরিবারের কাছে শিক্ষা একটি সময় নষ্টের কারণ ছাড়া কিছুই নয় এবং বুদ্ধি বলতে খেয়েপরে বেঁচে থাকার কথাই খালি ভাবতে সক্ষম। তাই কোনওমতে শারীরিক দিক থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেই এরা আয়ের উদ্দেশ্যে সমস্ত নিচুতলার কাজে সামিল হতে পিছু পা হয় না। তখনই আরবের মত দেশে গিয়ে আয়ের উৎস ভাবনায় এনে পরিবারহীন হয়ে বাঁচতে শুরু করে। ওখানে এইসব নিচুতলার মানুষগুলোর জন্য নিকৃষ্ট যত কাজ সবকিছু বরাদ্দ থাকে এবং আয়ের উৎস মিলে যাওয়ায় তারা কোনওকিছুতেই না করে না এবং অনুভূতিহীন হওয়ায় এই কাজ ক্রমশঃ একটি শৃঙ্খলে পরিণত হচ্ছে। ভারতের মতো বিশ্বের অধিকাংশ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই শৃঙ্খলে শ্রমিকের জোগানদার। শুধু তাই নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী প্রতিভাও অর্থের অভাবে এই কাজে সামিল হতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষা ও অনুভূতি না থাকলে একটা মানুষের জীবন চরমতম পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে পর্যবসিত হয় সেই দৃশ্য এই সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে যা সমাজকে একটি বিশেষ বার্তা সূচিত করছে। প্রতি বছর এভাবে নাজিমের মত কত মানুষ যে আরবের মরুভূমিতে হারিয়ে যাচ্ছে তার হিসাব থাকছে না। অথচ দেশে রেল, স্বাস্থ্য, ব্যাংক, বিমা, সেনা, পুরসভার বিভিন্ন সাফাই কাজ, কৃষি, মৎস্যপ্রকল্প, পশুপালন প্রকল্প, প্রসাধনী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকের অভাবে নিয়োগ হয় না অথচ সেসব খাতে উপযুক্ত লোকের অভাব প্রকট। মানুষের প্রয়োজন শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে নিজেকে গড়ে তোলা এবং দেশের উচিৎ এই মানবশক্তিকে বিদেশে যেতে বাধ্য না করে বরং নিজের উন্নয়নে গোড়া থেকে নিযুক্ত করা কারণ সেই নিচুতলার কাজই তারা সেই বিদেশে গিয়ে করার ভার পায়, কোনও সাম্মানিক কাজ এদের জন্য বরাদ্দ নয়। ভাগ্যক্রমে সিনেমার নাজিম বাস্তবিক পরিসরে মূল স্রোতে ফিরে এলেও চলমান শৃঙ্খল বন্ধ হয়নি, মানুষকে পশুর মত বাঁচতে যেন শেখানো হচ্ছে। ভারতকে প্রতিভাধর হতে গেলে সমস্ত স্তরের মানবশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে তবেই সে প্রতিভাধর দেশে প্রকৃত উন্নীত হবে এটাই 'Goat Life' এর প্রতিটা স্তরে মূল বার্তা হিসাবে বারবার উঠে এসেছে।